RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

শিলিগুড়িতে ফুটবল অ্যাকাডেমি খুলছেন বাইচুং

পৃষ্ঠা- ৮

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ৮, কোচবিহার, শুক্রবার, ২২ এপ্রিল – ৫ মে, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 26, Issue: 8, Cooch Behar, Friday, 22 April - 5 May, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন সাড়ে তিন লক্ষ কোটি লগ্নি প্রস্তাব পেল পশ্চিমবঙ্গ

কলকাতা: দুদিনের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন শেষে প্রায় ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৭৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। সম্মেলন শেষে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আগামী ১০ বছরে বাংলা যে জায়গায় যাবে তাতে দেশের কোন রাজ্য আর বাংলাকে ছুঁতে পারবেনা। উল্লেখ্য, করোনার জন্য গত দুই বছরে বিশ্ববঙ্গ বানিজ্য সম্মেলন করা সম্ভব হয়নি। এবারেও সম্মেলন করা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ২১ এপ্রিল বিশ্ববঙ্গের মঞ্চেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন যে, সমস্ত প্রতিকুলতা জয় করে এবারের সম্মেলন ভীষণ ভাবে সফল। তিনি ঘোষণা করেন আগামী দশ বছরে বাংলা সমস্ত বিনিয়োগ ধরে ফেলবে। এদিন মঞ্চেই আগামী বছরের বিশ্ববঙ্গ বানিজ্য সম্মেলনের দিন ঘোষণা করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০২৩সালে ১, ২ ও ৩ রাজ্যে বিশ্ববঙ্গ বানিজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এদিন মঞ্চেই তিনি শিল্পপতিদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে শিল্পসাথী পোর্টালের উদ্বোধন করেন। এছাড়াও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য নিজস্বিনী পোর্টালেরও এদিন উদ্বোধন করেন তিনি। উল্লেখ্য, হরিণঘাটায় ফ্লিপকার্টের লজিস্টিক হাবেরও উদ্বোধন হয় এই অনুষ্ঠানে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত পাঁচটি বিশ্ববঙ্গ বানিজ্য সম্মেলনে যে লগ্নির প্রস্তাব এসেছিল তাতে আগামী দেড় বছরে দেড় কোটি কর্মসংস্থান হবে। তিনি বলেন

রাজে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অসাধারণ সাফল্য এসেছে। এই সেক্টরে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ্য কর্মসংস্থান হয়েছে। মাইক্রোসফট, ফ্লিপকার্ট, উইপ্রো, টিসিএস-র মত সংস্থা এখানে বিনিয়োগ করেছে।

২০ এপ্রিল থেকে কলকাতার নিউটাউনে বিশ্ববঙ্গ কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত দুই দিনের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বান্ধব পরিবেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন শিল্পপতি গৌতম আদানি, সঞ্জয় জিন্দাল, টাটা স্টিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর টিভি নরেন্দ্রম সহ অন্যান্য শিল্পপতিরা। উল্লেখ্য, প্রথম দিনেই শিল্পপতি গৌতম আদানি দশ বছরে রাজ্যে দশ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের আশ্বাস দেন। আদানি তাঁর ভাষণে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য পরিকাঠামোর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, বাংলা এখন শিল্পপতিদের অন্যতম গন্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলায় শিল্পের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আর এই কথা মাথায় রেখেই বাংলায় আগামী দশ বছরে দশ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেন গৌতম আদানি।তিনি বলেন, লজিস্টিক হাব, সমুদ্রের তলা দিয়ে কেবল, ডেটা সেন্টার সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হবে। টাটা গ্রুপের এমডি টিভি নরেন্দ্রম ৬০০ কোটি টাকা ইস্পাত শিল্প ও হোটেল ব্যবসায় বিনিয়োগের আশ্বাস দিয়েছেন।

- ৪০ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে
- ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৭৫ কোটি টাকার লগ্নির প্রস্তাব
- ১৩৭ টি এমওইউ স্বাক্ষর

"আগামী দেড় বছরে দেড় কোটি কর্মসংস্থান হবে"

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

এদিকে দুই দিনের এই বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের জন্য আলাদাভাবে বেশ কয়েকটি মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রতিটি চুক্তিতেই প্রান্তিক এলাকাগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বাকি অংশের সঙ্গে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উত্তরেও যে তাঁর বিশেষ নজর রয়েছে তা সম্মেলনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সে কারনেই সম্মেলন থেকেই হিমঘর থেকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। বলাবাহুল্য রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপে স্বভাবতই খুশি উত্তরের শিল্পপতিরা। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ(সিআইআই)-এর চেয়ারম্যান প্রদীপ পুরোহিত বলেন, রাজ্যের ক্ষেত্রে ১৩৭টি মউ চুক্তি হয়েছে। এর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরবঙ্গ পরোক্ষ ভাবে উপকৃত হবে। এছাড়া কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে পৃথক ভাবে বেশ কয়েকটি চুক্তি হয়েছে। তবে চুক্তিগুলি সামগ্রিক ভাবে হওয়ায় শিল্প সম্মেলন থেকে এখানকার জন্য কত বিনিয়োগ হল তা এখনই স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছেনা।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে পরিষেবার বদলে প্রতারিত হচ্ছেন রোগী ও তার পরিবার

শিলিগুড়ি: স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থেকে দফায় দফায় টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সেইমত পরিষেবা পাচ্ছেননা রোগীরা। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল থেকে ছুটি নেওয়ার পর বাড়ি ফেরার গাড়ি ভাড়া এবং এক মাসের ওষুধের টাকা কেটে নেওয়া হলেও তা পাচ্ছেননা রোগীরা। ওপর থেকে নিজেদের পকেট থেকে টাকা খরচ করে ওষুধ কিনে ও গাড়ি ভাড়া করে বাড়ি ফিরছেন তাঁরা। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে এসে অনেক ক্ষেত্রেই এভাবে প্রতারিত হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এই প্রতারণা চক্র ভাঙার দাবি জোরালো হচ্ছে। মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ পুরো বিষয়টিকে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

মেডিকেলে কোন রোগী ভর্তি হওয়ার পরেই সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নার্স বা অন্য চিকিৎসা কর্মীরা ওই রোগীর স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আছে কিনা তা খোঁজ নেন। কার্ড থাকলে ওয়ার্ড থেকেই কার্ড নিয়ে ফর্ম পূরণ করে

তা স্বাস্থ্যসাথী কাউন্টারে পাঠানো হয়। প্রাথমিক ভাবে সেই কার্ড সোয়াইপ করলেই ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ টাকা হাসপাতালের নিজস্ব অ্যাকাউন্টে চলে যায়। ছুটি দেওয়ার সময় ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশনে ১৫ দিন বা এক মাসের ওষুধ লিখে দেন যা হাসপাতালের ওষুধ কাউন্টার থেকে কিনে নেওয়ার পরামর্শ দেন। নিয়ম অনুযায়ী, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমেই সব ওষুধ রোগীকে কিনে দেওয়ার কথা। এছাড়া রোগীকে বাড়ি ফেরার জন্য গাড়ি ভাড়া বাবদ দূরত্ব অনুযায়ী ৬০০ থেকে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। মেডিকেল সূত্রে জানা গেছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ি ফেরার সময় বাইরে থেকে ওষুধ কিনে নিতে বলা হচ্ছে। মাঝে মধ্যে হয়তো কয়েকজনকে দু-তিনদিনের ওষুধ দিয়ে বাকিটা বাইরে থেকে কিনে নিতে বলা হচ্ছে। আর গাড়ি ভাড়ার টাকা কোন দিনই রোগী বা তার পরিবারের হাতে দেওয়া হয়না। আসলে ওষুধ এবং গাড়ি ভাড়ার পুরো টাকাটাই গায়েব করে দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে স্বাস্থ্যসাথী অ্যকাউন্ট থেকে রোগী প্রতি প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা চুরি হচ্ছে।

জানাগেছে, রোগীদের ছুটি হওয়ার পর তাঁকে এক মাসের ওষুধ বাইরে থেকে কিনে নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। সেই প্রেসক্রিপশন জেরক্স করে মেডিকেল সংলগ্ন কোন ওষুধের দোকান থেকে ওষুধগুলির ভুয়ো বিল নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি রোগী ও তার পরিবারকে বাড়ি ফেরার জন্য গাড়ি ভাড়া বাবদ টাকা দেওয়া হচ্ছে বলেও লিখে রাখা হচ্ছে। সেই মত ওষুধের দাম সহ গাড়ি ভাড়ার পুরোটাই মেডিকেল সুপারের অফিস থেকে তুলে নিচ্ছে একটি চক্র। এই চক্রের সঙ্গে স্বাস্থ্যসাথী কাউন্টারে থাকা কর্মীদের সঙ্গে হাসপাতাল সুপার অফিসের একাংশ জড়িত আছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক খোঁজখবর নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের জনস্বাস্থ্য বিভাগের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) ডাঃ সুশান্ত রায় বলেন, গুরুতর অভিযোগ। আমরা বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।

হেরিটেজের আর্ন্তজাতিক মঞ্চে পৌছবার লক্ষে এগোচ্ছে রাজনগর

কোচবিহার: কোচবিহার নামটি মনে আসলেই ফুটে ওঠে কোচবিহার রাজবাড়ির ছবি। দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারেও কোচবিহার রাজপ্রাসাদ এর ছবি খুবই পরিচিত।বার্মিংহাম প্যালেসের আদলে তৈরি হেরিটেজ কোচবিহার রাজপ্রাসাদ পর্যটকদের কাছে অন্যতম পছন্দের স্থান। কোচবিহারের রাজাদের তৈরি বিভিন্ন হেরিটেজ স্থাপত্য আজও কোচবিহারের বিভিন্নপ্রান্তে এন্তার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এরই মাঝে বিভিন্ন সময়ের অবহেলায় হারিয়ে গেছে রাজাদের অনেক হেরিটেজ স্থাপত্য। চোখের সামনে হারিয়ে গেছে কোচবিহার বিমান বন্দর সংলগ্ন যুবরাজের প্রাসাদটি। ওল্ড টেম্পেল রোডের সাবিত্রী লজকে আজ মানুষ চেনে ভূত বাংলো হিসেবে।

তবে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কোচবিহার কে হেরিটেজ শহর হিসেবে ঘোষণা করায় শহর কোচবিহারে হেরিটেজ সংস্কারের কাজ পেয়েছে এক নতুন গতি। খড়্গপুর আই আই টি থেকে বিশেষজ্ঞ টিম এসে সমীক্ষা করে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তার ভিত্তিতে শুরু হয়েছে কাজও । ইতিমধ্যে হেরিটেজ প্রকল্পে মাটির তলা দিয়ে বিদ্যুতের লাইনের কাজ শহরের অর্দ্ধেক অংশে পৌছেছে। মাঝখানে করোনা অতিমারির জন্য দুবছর ব্যহত হয়েছে হেরিটেজ প্রকল্পের কাজ। ইতিমধ্যে শহরের দিঘি সংস্কারের অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। জোর কদমে চলছে দিঘির চারপাশে গার্ড ওয়ালের কাজ।

শহরের মোট ১৫৫ টি নিদর্শন স্থান পেয়েছে হেরিটেজের তালিকায়। ইতিমধ্যে জেলার হেরিটেজ স্থাপত্য ও দর্শনীয় স্থানগুলি নিয়ে একটি তথ্যচিত্র জেলা প্রশাসনের তরফে প্রকাশ করা হয়েছে। একসময় কোচবিহারের বাবুরহাট হয়ে রাজারা শিকারে যেতেন। সেই কথা মনে রেখে কোচবিহার পুরসভার তরফে বাবুরহাট সংলগ্ন শহরের প্রবেশ মুখে আইটি আই মোড়ে হেরিটেজ গেট তৈরির প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।সব মিলিয়ে কোচবিহারের হেরিটেজ স্থাপত্য নিয়ে পর্যটনের মাধ্যমে উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আর সেটাকে ভর করে আগামীতে সেই অপেক্ষায় তাকিয়ে সমগ্র কোচবিহার।

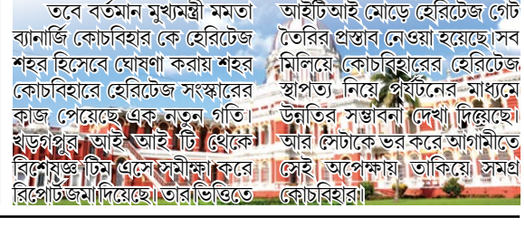

শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীর অভাবে বন্ধ হয়ে গেল জুনিয়র গার্লস স্কুল

চ্যাংরাবান্ধা: শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীর অভাবে বর্তমানে কার্যত বন্ধই হয়ে গেল চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধা জুনিয়র গার্লস স্কুল। উল্লেখ্য, মাত্র দুইজন শিক্ষিকা ও একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়েই কোনমতে চলছিল স্কুলটি। কিন্তু তাঁরা অন্যত্র বদলি হয়ে যাওয়ায় স্কুলটি একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিডিও অরুণ কুমার সামন্ত বলেন, এবিষয় বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তেরো বছর আগে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় ২০১১ সালে তৈরি হয় জুনিয়র গার্লস হাই স্কুলটি। প্রথম দুই বছর স্কুলটিতে পঠন-পাঠন ঠিকঠাকই চলছিল। পড়ুয়ার সংখ্যাও ছিল শতাধিক। কিন্তু মাঝে শিক্ষিকাদের নিজেদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় সমস্যা হচ্ছিল বলে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন। তাঁরা জানান, করোনাকালে স্কুল বন্ধের আগে স্কুলটিতে প্রায় ৩৫ জন পড়ুয়া ছিল। বাকিরা চলতি বছরে চ্যাংরাবান্ধা হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সুনির্মল গুহ বলেন, শিক্ষিকারা আগে মাঝে মধ্যেই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তেন। সেই কথা বাইরেও বেরিয়ে আসত। সেই কথা জানতে পেরে অভিভাবকরা বাচ্চাদের অন্য স্কুলে ভর্তি করে দেন। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বিভিন্ন সময় প্রশাসনিক স্তরে অভিযোগ করলেও কোন কাজ হয়নি।

পুরসভায় কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ,তদন্তের দাবি বিজেপির

জলপাইগুড়ি: রাজ্য জুড়ে যখন একের পর এক ঘটনার তদন্তের ভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিচ্ছে সেই মুহূর্তে জলপাইগুড়ি পুরসভার এক কর্মীর বিরুদ্ধে কোটি টাকা তছরূপের অভিযোগ ওঠার ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানালো বিজেপি। সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমে জলপাইগুড়ি পুরসভার এস্টাব্লিশমেন্ট বিভাগের এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর বিরুদ্ধে কোটি টাকা তছরূপের যে সংবাদ পরিবেশিত হয়ে ছিল, তারপর থেকেই শহর জুড়ে চলছে নানান তর্ক বিতর্ক, চায়ের দোকান থেকে অফিস পাড়া সবারই মুখে পৌরসভার দুর্নীতি বিষয়।

এই প্রসঙ্গে এখনই কিছু বলতে রাজি নন, পৌরসভা কর্মচারী সংগঠনের প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন কর্মী অঞ্জন ব্যানার্জি, তিনি শুধু বলেন এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত, যাতে কর্মচারীদের সুরক্ষিত করা যায়। অপরদিকে বর্তমান তৃণমূল পৌর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জী এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, আগে পূর্ণাঙ্গ বোর্ড গঠন হোক, তারপর দুর্নীতি বা টাকা তছরূপের যে ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে উঠে এসেছে ,তার তদন্ত করার জন্য যা যা আইনি প্রক্রিয়া তা অবশ্যই গ্রহণ করা হবে ।

মালদায় চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসাথী অথবা আধার কার্ড অনিবার্য

মালদা: মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসাথী অথবা আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দিল কর্তৃপক্ষ। যদিও জরুরী কালীন মুমূর্ষ রোগী সংকটজনক অবস্থায় থাকলে সেক্ষেত্রে এসব পরিচয় পত্রের প্রয়োজন হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। এছাড়া সাধারণ রোগীরা মেডিকেল কলেজের আউটডোরে গিয়ে চিকিৎসা করানোর পর যদি এমআরআই, ডিজিটাল এক্সরে অথবা পিপিই মডেলের অন্যান্য চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পেতে চান, সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড অথবা আধার কার্ড বাধ্যতামূলক বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

১৭ এপ্রিল থেকে মেডিকেল কলেজে এবিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনই মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গড়ে ৪০ থেকে ৫০ জন রোগী ভর্তি হন। এছাড়াও আউটডোরে দিনে গড়ে অন্তত ৩০০ থেকে ৪০০ রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসার পরিষেবা পান। সেই সব ক্ষেত্রে রোগীদের নির্দিষ্ট পরিচয় নথিভূক্ত করে রাখার জন্যই স্বাস্থ্য সাথী কার্ড অথবা আধার কার্ডের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল-এ ভূষিত দুই স্বাস্থ্য সহায়িকা

ফালাকাটা: ২০২১ সালের ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল পুরস্কার পাচ্ছেন ফালাকাটা ব্লকের দুই স্বাস্থ্য সহায়িকা ডোনা দাসঘোষ ও স্মিতা কর। ফালাকাটা শহরের সুভাষপল্লির বাসিন্দা ডোনা দাসঘোষ। আর স্মিতা কর বর্তমানে ধূপগুড়ির বাসিন্দা।

ডোনা দলগাঁও চা বাগানের দলমণি ডিভিশনের উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত। স্মিতা ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগানের উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য সহায়িকা পদে কর্মরত। প্রত্যন্ত চা বাগান এলাকায় গর্ভবতী মা, মেয়ে ও বাচ্চাদের নিয়ে ভালো কাজ করার সুবাদে এই পুরস্কার পাচ্ছেন তাঁরা। ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলের তরফে রাজ্য ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে মেল পাঠিয়ে এই কথা জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ফালাকাটার এই দুই স্বাস্থ্য সহায়িকার হাতে ওই পুরস্কার তুলে দেবেন। তবে ওই অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ এখনও ঠিক হয়নি।

ফালাকাটার বিএমওএইচ ডাঃ পার্থ সারথি কয়াল বলেন, একসঙ্গে আমাদের দুই স্বাস্থ্যকর্মী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল পুরস্কার পাচ্ছেন। এই দুইজনকে দেখে অন্যরাও ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা পাবেন। উল্লেখ্য, জাতীয় স্তরে নার্স ও স্বাস্থ্য সহায়িকাদের সর্বোচ্চ সম্মান হিসেবে গণ্য করা হয় এই ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল পুরস্কারকে। ভালো কাজ করার জন্য প্রতিবছরই কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্যকর্মীদের এই সম্মান দেন। ডোনা বলেন, তাদের এই চলার পথ একেবারেই মসৃণ ছিলনা। চা বাগান এলাকায় কাজ করতে গিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে এলাকায় নাবালিকা বিবাহ আটকানো থেকে মা ও বাচ্চার পুষ্টির বিষয় দিনরাত কাজ করেছি। কাজের স্বীকৃতি পাচ্ছি ভালো লাগছে। একই কথা বলেন স্মিতাও। তিনি বলেন, ডিউটি করতে গিয়ে অনেক সময় বুনো হাতি ও চিতা বাঘেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে বাগানের বাসিন্দাদের অনেক সাহায্য পেয়েছি।

দার্জিলিং ভেঙ্গে শিলিগুড়িকে কি করা হচ্ছে পৃথক জেলা?

শিলিগুড়ি: ফের রাজ্য সরকার দার্জিলিং জেলা ভাগ করার আভাস দিয়েছে। এতে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি আলাদা জেলা হচ্ছে শিলিগুড়ি? শিলিগুড়ির অধিকাংশ সাধারণ জনগন সহ রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অনেকেই শিলিগুড়িকে আলাদা জেলা বানানোর পথেই রয়েছে। তারা মনে করছেন এতে শিলিগুড়ির বসবাসকারীদের হয়রানি অনেকটাই কমবে। এতে বিভিন্ন উন্নয়নের প্রকল্পগুলিতেও গতি আসবে।

দার্জিলিং জেলা পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ। পাহাড় ও সমতল নিয়ে গঠিত এই জেলার আয়তন প্রায় ৩১৪৯ বর্গ কিমি। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্যও এই অঞ্চলটি খুবই গুরুতপূর্ণ। শিলিগুড়ি করিডরকে চিকেন নেক বলা হয়। এর দু'পাশে রয়েছে দুই দেশ। ভারতের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতে রাজ্যগুলির সঙ্গে স্থল পথে যোগাযোগ রক্ষা করার এটিই এক মাত্র রাস্তা। এর জেরে গোটা উত্তরবঙ্গকে একটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল ঘোষণা করার দাবিও অনেকবার উঠেছে। রাজ্য সরকারের জেলা ভাগ করার ইঙ্গিত তাই আবার বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

শিলিগুড়িকে জেলা করার দাবি বহুদিনের। শিলিগুড়ির আয়তন প্রায় ৮৩৫.৫৫৭ বর্গ কিমি। শিলিগুড়িতে জেলা শিক্ষা, পুলিস কমিশনারেট, জেলা হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ সবটাই রয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি সিপিএমের তাপস সরকার বলেন, শিলিগুড়ি জেলা হলে মানুষের হয়রানি কমবে। শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়র তৃণমূল কংগ্রেসের গৌতম দেব অবশ্য বলেন, দার্জিলিং জেলা নিয়ে রাজ্য সরকার কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা বলতে পারব না। তবে ২০১১ সাল থেকেই প্রশাসনিক কাঠামো সংস্কার করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুনরায় কাজ ফিরে পেয়ে খুশি কোভিড যোদ্ধারা

কোচবিহার: করোনা মহামারীর সময় বিভিন্ন কোভিড ওয়ার্ডে নেওয়া হয়েছিল বহু অস্থায়ী কর্মী। করোনা মহামারী কেটে যেতেই ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছিল ওই কর্মীদের।

কোচবিহার মেডিকেল কলেজেও কোভিড ওয়ার্ডের অস্থায়ী কর্মীদের ছাটাই করা হয়েছিল। বহু দিন বন্ধ ছিল তাদের বেতন। অবশেষে কোচবিহার মেডিকেল কলেজের কোভিড ওয়ার্ডের অস্থায়ী কর্মীদের কাজে ফেরালো মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। নতুন করে কাজ ফিরে পেয়ে খুশি কোভিড যোদ্ধারা। ২১ এপ্রিল কোচবিহার মেডিকেল কলেজে মোট ৫০ জন অস্থায়ী কর্মীদের পুনরায় কাজের নেওয়া হয়েছে।

চড়ক ভেঙে পড়ায় মৃত্যু এক ব্যক্তির

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির শিবমন্দিরে চড়ক ঘোরায় বিপত্তি, ঘুরতে ঘুরতে ভেঙে পড়ে চড়ক। ঘটনায় চারজন আহত হওয়ার পর ১৯ এপ্রিল একজনের মৃত্যু হল। কলকাতায় এসএসকেএমে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। মৃত ব্যক্তির নাম বুদ্ধদেব রায়, তিনি শিবমন্দিরের বাসিন্দা। এই ঘটনায় পুলিশের কাছে চড়ক পুজো কমিটির নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

কালবৈশাখীর দাপটে বিধ্বস্ত উত্তরের তিন জেলা

কোচবিহার: কালবৈশাখীর দাপটে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। প্রায় একঘণ্টার কালবৈশাখীর দাপটে কোচবিহার জেলার প্রায় দশ হাজার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আহত হয়েছেন কয়েকশো মানুষ। গুরুতর আহত হয়ে অনেকেই এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

১৭ এপিলের কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কোচবিহার ১ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা সহ কোচবিহার ২ ও মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকেও ভালোরকম ক্ষতি হয়েছে। উল্লেখ্য, এই সব এলাকায় রাতে প্রায় দুই কেজি মাপের বিশাল শিলও পড়ে। ১৮ এপ্রিল সকালে সে ভাবে সরকারি সুবিধা না মেলায় শুটকাবাড়ি ও নিউ চ্যাংরাবান্ধা এলাকায় পথ অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে প্রশাসনের তরফে তাঁদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়। পরে একটি আলাদা মেডিকেল টিমও গঠন করা হয়। জেলাশাসক পবন কাদিয়ান বলেন, প্রশাসনের আধিকারিক ও কর্মীরা রাত থেকেই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কাজ করছেন। দুর্গতদের জন্য একাধিক জায়গায় খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদিকে মাত্র ১৫ মিনিটের ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয় আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা মাদারিহাট ব্লকের রাঙ্গালিবাজনায়। শুধুমাত্র ফালাকাটা পুরসভা এলাকাতেই ঝড়ে প্রায় চার হাজার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে জানাগেছে সমগ্র ব্লকে কোন টিনের চালই আর অক্ষত নেই। বহু জায়গায় শিল পড়ে চাল ফুটো হয়ে গিয়েছে। আবার বেশ কিছু জায়গায় গাছও উপড়ে পড়েছে। শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের সারদানন্দপল্লি প্রাথমিক স্কুলে একটি বিশালকার গাছ মিড-ডে মিলের রান্নাঘরের শেডের উপর পড়ায় পুরো ঘরটাই ভেঙ্গে গেছে। ঐ সন্ধ্যায় শিল পড়ে অনেকে জখম হয়েছেন। অনেকের মাথাও ফেটে গেছে। ফালাকাটা ব্লকের ক্ষতির পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা। ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মহুরি বলেন, পুরসভা এলাকার টিনের সব বাড়িই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

কালবৈশাখীর তাণ্ডব থেকে রেহাই পায়নি জলপাইগুড়িও। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জেলার নাগরাকাটা ব্লক। নাগরাকাটার তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে প্রচুর বাড়ি খতিগ্রস্ত হয়েছে। কোথাও বা বাড়ির ওপর ভেঙে পড়েছে গাছ। আবার কোথাও শিলের আঘাতে টিনের চাল ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ১৮ তারিখে ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে বিভিন্ন জায়গায় ত্রিপল বিলি করা হয়েছে। বিডিও বিপুল কুমার মণ্ডল জানান, দেড় থেকে দুই হাজার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে সুখানিবস্তি ও লুকসানে। লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রাসমোড় চা বাগানের ১ ও ৪ নম্বর শ্রমিক মহল্লাতেই শুধুমাত্র হাজার খানেকের বেশি বাড়ি প্রকৃতির রোষের শিকার। এছাড়া সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘাসমারি বস্তি, সুখানি বস্তি, খয়েরবাড়ি ও সুলকাপাড়ার মত বিস্তীর্ণ এলাকা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগতপুর এলাকাতেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

কালবৈশাখী ঝড়ে বিধ্বস্ত কোচবিহার

সম্পাদকীয়

ভারতের বিদেশনীতি

বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ভারতের বিদেশ নীতি নিয়ে বিপক্ষের কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমনকি ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে ভারতের অবস্থান নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সমালোচনা করা হয়েছে। এসবের পর অবশেষে কিছু ইতিবাচক ইঙ্গিত দেখা গেল ভারতের বিদেশ নীতির পক্ষে। আমেরিকায় ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর যেভাবে আমেরিকার সাংবাদিকদের প্রশ্নের দৃঢ় ভাবে উত্তর দিয়েছে, তা নজর কেড়েছে ভারতের প্রধান প্রতিপক্ষ চীনেরও। ড. এস. জয়শঙ্করের প্রশংসা করেছে চীনের "গ্লোবাল টাইমস"। অ্যামেরিকাতে গিয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রীর এই কৃতির পেছনে রয়েছে ভারতের বিগত বছরগুলির সুপরিকল্পিত নিরপেক্ষ বিদেশনীতি।

ইউক্রেন আক্রমণের পর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলি যে ভাবে মস্কোর তীব্র নিন্দা করছে, তাতে ভারত অংশগ্রহণ করেনি। ভারত নিজের অবস্থান স্থির করে জানিয়েছে যে, ভারত হিংসার পক্ষে নয়, কূটনীতি ও আলোচনাই যথাযথ উপায়। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই রাশিয়া বিরোধী অবস্থান নেওয়ার জন্য অ্যামেরিকার তরফে ভারতের উপর চাপ তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল, ভারত তাতে সায় দেয়নি। তবে এর পরেও আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ভারত বিরোধী কথা বলতে বিরত থেকেছেন। অন্য দিকে ইউক্রেনে ভারতের মানবিক সহায়তার প্রশংসা করেছেন। এই কৃতিকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের এক সাফল্যই মনে করা যায়।

তবে এটা ও স্বীকারযোগ্য যে, ভারত এখনো সামরিক অস্ত্রের দিক থেকে রাশিয়ার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। বর্তমানে ভারত অ্যামেরিকা, ফ্রান্স ও ইসরায়েল থেকে বহু যুদ্ধাস্ত্র কিনলেও ভারতের অধিকাংশ সামরিক বিমান এবং অস্ত্র রাশিয়া থেকে কেনা। এই নির্ভরশীলতা কম করে ভারতকে আত্ম-রক্ষা বিষয়ে দ্রুত স্বনির্ভরতার দিকে এগোতে হবে। তাহলেই ভবিষ্যতে ভারতের পক্ষ্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিদেশনীতি তৈরি হবে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

ঢেউ

- সোমা দে

নিমেষেই তুমি সমুদ্র হয়ে ওঠো
আমিও সৈকতে বাঁধা কাঠের নৌকো হয়ে যাই
অশান্ত ঢেউ হয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও
শীতল জলের উষ্ণ আলিঙ্গন
ভেজা শরীরে আরো কিছুটা নোনা মিশে যায়
পচন ধরে সম্পর্কে
চাইলেও ভেসে যাওয়া অসম্ভব
তার চেয়ে বরং
ভেঙেচুরে তোমার গভীরে হারিয়ে যাওয়া সহজ ।

প্রবন্ধ

বর্ণমালার ঘ্রাণ

....সুকান্ত নাহা

সকাল এগারোটা। শেয়ালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির দরজায় জং-ধরা ধুমসো প্রাগৈতিহাসিক তালাটা এখনও গভীর ঘুমে কেতরে পড়ে আছে। যদিও এই ছবিটা এখন সকালে সূর্য ওঠা আর সন্ধেয় অস্ত যাওয়ার মতই স্বাভাবিক। কেউ ফিরেও তাকায় না এসব ছিঁচকে অসংগতির দিকে। মানুষজন এখন ভীষণ ব্যস্ত ও নৈর্ব্যক্তিক। শেয়ালকাটায় যে একদা লাইব্রেরি বলে ছোট্ট একটি ঘর ছিল যেখানে রোজ মানুষজন আসতেন বই পড়তে, বাড়িতে বই নিয়ে যেতেন, সারাদিন খোলা থাকত ঘরের দরজাটা, আশপাশের চা-বাগানের পিওন কিংবা ডাকওয়ালারা বাবুদের বইয়ের লিস্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, গ্রন্থাগারিক সেসব সামলাতে হিমসিম খেতেন, এসব জীবিত পূর্বজদের জানা থাকলেও নব্য মানুষজন এসব কিছুই জানেন না।

লাইব্রেরির বাইরের চাতালটায় 'হুস্ব-উ'-এর মতো উটকো হয়ে বসে রাখু এসব ভাবতে ভাবতে মনে মনে খচে গিয়ে রাগে ফুলছিল হাপরের মতো। ফাতনাপুর চা-বাগানের মালবাবু রাখালচন্দ্র সামন্ত ওরফে রাখু উটকো হয়ে বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারেনা । পাইলসের সমস্যা আছে। কষ্ট হয়। আর সেই কষ্টটাই খচে ওঠার বিক্রিয়ায় অণুঘটকের কাজ করছিল। রাখু তাই কোমর আর নিতম্ব প্রদেশকে একটু রিল্যাক্স দিতে খেপে খেপে উঠে চট্ করে পায়চারিটা সেরে নিচ্ছিল বিজ্ঞাপন বিরতির মতো। একসময় পঞ্চম বিড়িটার পোঁদে 'ফুঁক' করে তেড়ে একটা ফুঁ মেরে অন্তর্ঘাতী ধুলোর সাথে জগার ওপর তীব্র রাগটাও বাতাসে ছুঁড়ে দিল রাখু। দাঁত কিড়মিড় করতে গিয়ে যদিও সেটা যুতসই হলো না। মোলার, প্রিমোলার গুলো যৌবনেই পাইরিয়ার রোড-রোলারের চাপে শহীদ হয়ে গেছে। এখন গুটিকয় কৃন্তক আর শ্বদন্ত হাঁ করলেই ঝলসে ওঠে ড্রাকুলার মতো।

লাইব্রেরিয়ান জগবন্ধু দাসের এখনও পাত্তা নেই। কদিন ধরে লাগাতার ফোন করার পর গতরাতে ফোন তুলেছিল। বলেছিল দশটার মধ্যে ঢুকে যাবে। ব্রেকফাস্ট-ব্রেক এ বড়- সাহেবকে 'ওষুধ কিনতে যাচ্ছি' বলে আধঘন্টার ছুটি নিয়েছিল রাখু। দেরি হলে কেস খেতে হবে। বইগুলো জমা দিয়ে আরো একমাসের খোরাক নেবে বলে বাজারের ব্যাগের সাথে একস্ট্রা ব্যাগও নিয়ে এসেছিল সে। জীবনে বই আর বিড়ি ছাড়া আর কোনও নেশা নেই রাখুর। সারাদিন অফিস করে গভীর রাত পর্যন্ত বই পড়ে। বই পড়তে পড়তে মেঝেময় বিড়ির ছাইয়ে আলপনা দেয়। বৌ অনেক আগেই এসব উৎপাতের ঠেলায় অতিষ্ঠ হয়ে আলাদা ঘরে শোয়। এখন ছেলে মেয়েরাও বাবাকে সংসারে এক বিচিত্র জীব বলে মনে করে। লাইব্রেরীর অর্ধেক বই-ই গিলে খেয়েছে রাখু। একদিন বই না হাতে পেলে তাই মেজাজ খিচড়ে থাকে। আপাতত জগার ওপর ক্ষেপে আছে রাখুর মেজাজটা।

প্রথম প্রথম জগা অবশ্য রোজই আসত। এসে দরজা,জানলা খুলে, নিজে হাতে যোল বাই কুড়ির ঘরটার ধুলো ঝেড়ে জলছড়া দিত চৌকাঠে। তারপর ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রবিঠাকুর, বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু হয়ে রাধাকৃষ্ণন সকলকে সুগন্ধি ধোঁয়ায় আমোদিত করে টেবিলটা ঝেড়ে পুঁছে মেম্বার রেজিস্টারটা খুলে একবার চোখ বুলিয়ে জানালা দিয়ে হাঁক পাড়ত রাস্তার উল্টো ফুটের চায়ের দোকানের ছোকরাটিকে। চায়ের সাথে সিগারেট ধরিয়ে তাক থেকে টেনে নিত নিজের পছন্দ মতো কোনও বই সময় কাটাতে। রাখু এলে তাও গল্পে কথায় কিছুটা সময় কাটত। কিন্তু রাখুর হাতে যে সময় বড় কম। বই নিয়েই সে ছুট দিত বাড়ির পথে।

সপ্তাহ খানেক পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার বাইকের তেল পুড়িয়ে আসা যাওয়া করে শেয়ালকাটার হাওয়াটা বুঝে জগবন্ধু ছকে নিয়েছিল পরবর্তী কর্মসূচি। লোকাল পঞ্চায়েত মেম্বারকে ফিট করে সামনের পানের দোকানের মালিককে পটিয়ে লাইব্রেরির চাবিটা গচ্ছিত রেখে মাসে দু' একদিন করে বুড়ি ছোঁয়া দিতে লাগল। চাকরিটাও থাকল, আর এই একঘেয়ে জীবনটাও কাটাতে হল না।

কিন্তু বিধি বাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই রাখু। কদিন না এলেই ফোনের পর ফোন। মনে মনে বিরক্ত হতো জগা," আরে এত পড়ে কোন পণ্ডিত হবি রে তুই! এ যুগে কেউ এত বই পড়ে নাকি! নেট খুললেই তো সব জানা যায়"। কিন্তু সরকারি গ্রন্থাগারিক হয়ে এসব বলা যায় না। তাছাড়া রাখালচন্দ্র লোকটা ট্যারা টাইপের। মাঝে সাঝেই হুমকি দেয়,না এলে ওপর তলায় নালিশ করবে। বিরক্তির চরম সীমায় উঠে জগার ফোনে ফোন করে রাখু। ফোন সুইচড- অফ শোনায়। গজগজ করতে করতে পান দোকানের কাছে এসে দোকানিকে চাবির কথা জিজ্ঞেস করে রাখু জানতে পায় চাবি জগবন্ধু নিয়ে গেছে। রাগে দোকানিকে উদ্দেশ্যে করে জগবন্ধু সম্পর্কে যা মুখে আসে তাই বলে যেতে থাকে রাখু। পাশে দাঁড়িয়ে মোবাইলে মনোযোগী ছেলেটি এতক্ষণ সব শুনছিল। রাখু শান্ত হতেই সে বলে," কাকু, তুমি বই পড়তে খুব ভালবাস তাই না। কষ্ট করে এতদূর এসে বই নিয়ে যাওয়ার কী দরকার। অ্যাপস ডাউনলোড করে নিলেই তো পার। হাজার হাজার বই পড়তে পারবে ঘরে বসে।"

রাখু কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে ছেলেটার দিকে। তারপর নিচু হয়ে একটা বই বের করে বাজারের ব্যাগ থেকে। বইটা খুলে ছেলেটার নাকে সামনে সটান মেলে ধরে বলে, "শোঁকো।"

-"মানে!" ছেলেটা অবাক হয়ে তাকায়। হয়তো বা বিরক্তও।

-"শোঁকো..কিছু বুঝলা? বোঝো নাই তো? বুঝবাও না। বোঝার দরকারও নাই।"

বইটা ব্যাগে পুরে সাইকেলে উঠে পড়ে রাখু। সাইকেল চালাতে চালতে বাতাসে মিলিয়ে যেতে থাকা গন্ধটা শেষ মুহূর্তে টেনে নেয় নাকে। কাগজের গায়ে লেগে থাকা কালো বর্ণমালার চনমনে, চমৎকার জীবনদায়ী ঘ্রাণ।

গল্প

বিবেক বোস

....সুপর্ণা বিশ্বাস

আমাদের পাড়ার বিবেক বোস তোলপাড় জিনিস। আমাদের এই মফস্বল শহরে মাত্র দুই-একজনেরই দিল্লি শহরে বসবাস। তার মধ্যে বিবেক একজন। কাজ করতেন কোন কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থায়। বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত। বৎসরান্তে একবার আগমন হয় দেশের বাড়িতে সম্পত্তির দেখাশোনা ও দেশের মাটির টানে। এসেই বসে পড়েন পড়ার চায়ের ঠেকে। ঘিরে ধরে সবাই। ঝুঁকে পড়ে অল্প বয়সীরা আর বুড়োরা তো আছেই। গল্প, আর কিছু নয় শুধুমাত্র গল্পের টানে। শুরু হয় গল্প।

মোদিজীর কথা উঠলো। বিবেক বলল,

– নরেন্দ্র মোদী? আরে আমি তো ওকে কবে থেকেই চিনি। আমি নরু ভাই বলি সেও বিবেকদা বলতে অজ্ঞান। কোন কাজ আমাকে জিজ্ঞাসা না করে করে না। আমি তখন আমেদাবাদে পোস্টেড। একদিন ডেকে পাঠালো। বলল তোমার একটা পরামর্শ চাই বিবেকদা, লোকসভা নির্বাচনে লড়বো কিনা বুঝতে পারছি না।

– আমি বললাম নিশ্চয়ই লড়বে। তোমাকে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সীতেই মানায়। ডোনাল্ড ট্রাম্প তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। একটু ঝামেলা পাকাচ্ছিল পাকিস্তানের হয়ে। সেই সময় আমি বিদেশ দপ্তরে কাজ করি। নারুভাই বলল একবার যাও তো তুমি, একটু কড়কে দিয়ে এসো ব্যাটাকে।

– তুমি গেলে আমেরিকা? হরিহর সারখেল জিজ্ঞাসা করলো।

– কি আর করবো, নরু ভাই এর কথা তো ফেলতে পারি না। তারওপর দেশের প্রধানমন্ত্রী।

– দেখা হলো ট্রাম্পের সাথে?

– দেখা হলো শুধু নয়, তাকে এমন ভাবে Impress করে দিলাম যে তারপর থেকে বিবেক বলতে অজ্ঞান। কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না আমাকে জিজ্ঞাসা না করে। বাইডেনের সাথেও আলাপ আছে তবে এখনো অতটা ঘনিষ্ঠতা হয় নি।

– তা, পুতিনের সাথে যোগাযোগ নেই? ইউক্রেনের যুদ্ধটা আটকাতে পারলে না?

– যোগাযোগ নেই? বলিস কী? নিশ্চয়ই যোগাযোগ আছে, তবে কিনা রিটায়ার করে গেছি এখন আর এসব বিষয়ে কথা বলা ভালো দেখায় না।

কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থা নিয়ে কথা হচ্ছিল। রাহুল গাঁধীর কথা উঠলো। বিবেকদা বলল,

– রাহুল? ওকে তো হাফ প্যান্ট পরা অবস্থা থেকে দেখেছি। ওর বাবা রাজীব গান্ধীর সাথে আমার পরিচয় ছিল। যে দিন রাজীব আক্রান্ত হলো সেই দিনের সভায় যেতে আমি তাকে বারন করেছিলাম কিন্তু শুনলো না। কি আর করা যাবে, নিয়তি।

ক্রমশ দেখা গেল দেশ বিদেশের সমস্ত বড়ো বড়ো রাজনৈতিক নেতা এমন কি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য থেকে মমতা বন্দোপাধ্যায় পর্যন্ত কি জানি কি এক অমোঘ আকর্ষণে বিবেক বোসের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করেন না। অজিত সামন্ত বলল,

– দাদা, একদিন যাবো আপনার বাড়িতে। আমার ছেলের একটা চাকরি যদি হয়, আপনার এতো জানাশোনা। আমার ছেলেটা ইকনমিক্স-এ এমএ করে বসে আছে।

– হাঁ হাঁ নিশ্চয়ই আসবে। কেন আসবে না? কতো লোকই তো আসে আমার বাড়িতে। এই তো সেদিন দীপিকা আর রণবীর সিং এসে বলল 'দাদা দিল্লিতে একটা কাজে এসেছি তোমার বাড়িতে থাকবো।

– দীপিকা পাড়ুকোন আর রণবীর সিং পাঁচ তারা হোটেলে না থেকে আপনার বাড়িতে থাকবে? অজিত সামন্তর চোখ ছানাবড়া।

– কেন থাকবে না বলো? তোমাদের বিবেকদার বাড়ি কী পাঁচ তারা হোটেলের থেকে কিছু কম? সারা দেশের যতো ভালো ভালো মাল মেটিরিয়াল দিয়ে বাড়ি বানিয়েছি। বাড়ির ইনটিরিয়র ডেকরেশন দেখলে মাথা ঘুরে যাবে। সব বিদেশ থেকে আনা। কে থাকেনি আমার দিল্লির বাড়িতে? রাজ কাপুর থেকে রণধীর কাপুর। উত্তম কুমার থেকে দেব। হেমা মালিনী থেকে স্বস্তিকা মুখার্জি সবাই বিবেকদা বলতে অজ্ঞান।বেচারা বাপ্পী মারা গেল অকালে। প্রায়ই আসতো, বলতো দেখতো বিবেকদা এই সুরটা ঠিক আছে কিনা ।

– বাপ্পী, মানে বাপ্পী লাহিড়ী? তোমাকে গান শোনাতো? তার মানে তুমি গানও বোঝো? চায়ে চুমুক দিয়ে বিষম খেলো শ্রীনাথ, কাশতে লাগল খক্ খক্ করে। চায়ের গেলাসটা ঠক করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে হারাণ জ্যাঠা বলে উঠলো,

– বাঃ, তাহলে তো কোন সমস্যাই রইলো না। ভোটে দাঁড়িয়ে যাও ভায়া তোমার নরু ভাই এর পরে তুমিই হবে দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। আমরা তোমার দলকেই ভোট দেবো।

– না না তা কি করে হয় আমি সামান্য মানুষ। বিবেক বোসের বিনীত উক্তি।

– সামান্য মানুষ, বল কী ভায়া? সারা পৃথিবীর তাবর তাবর নেতারা যার কথায় ওঠে বসে সে সামান্য মানুষ? শুধু দেশ কেন? সমস্ত পৃথিবীর মানুষ তোমাকে চায়। সেই একটা গান আছে না? পৃথিবী আমারে চায়, রেখো না বেঁধে আমায়। তা আমরা তোমাকে আমাদের এই চায়ের টেবিলের আড্ডা থেকে পৃথিবীর স্বার্থে মুক্তি দিলাম। সবাই বলো, থ্রি চিয়ার্স ফর বিবেক বোস হিপ হিপ হুররে। কিন্তু ভায়া, প্রধানমন্ত্রী হলে আমাদের কথা কিন্তু ভুলো না।

– হেঁ হেঁ হেঁ বিনীত হাসি বিবেকের। কি যে বলেন আপনাদের ভুলে যাবো? আপনাদের ভুলে যাওয়া মানে আমার দেশকে ভুলে যাওয়া।

উঠে দাঁড়ালো বিবেক।

– আচ্ছা আজ তবে চলি। কাল সকালের ট্রেনে কলকাতায় যেতে হবে দুপুরে দিল্লির ফ্লাইট।

বিবেক বোস হনহনিয়ে হাঁটা লাগাল বাড়ির দিকে।

– ও দাদা, আপনার দিল্লির বাড়ির ঠিকানাটা।

পেছন থেকে চিৎকার করলো অজিত সামন্ত। দাদা শুনতেও পেল না ফিরেও তাকালো না। হো হো করে হাসির ঢেউ উঠলো চায়ের টেবিল ঘিরে।

– তা যাই বলুক না কেন, বিবেক আমাদের জমাটি মানুষ। হারাণ জ্যাঠা বলে উঠলো।

ডিজিটাল রেশন কার্ড ছাড়া মিলবে না রেশন, নির্দেশিকা খাদ্য দফতরের

কলকাতা: কাগজের রেশন কার্ডে খাদ্যশস্য বিতরণ অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তবে খাদ্যশস্য বন্ধ করে দেওয়া হলেও, কাগজের রেশন কার্ডে শুধুমাত্র কেরোসিন তেলই পেতেন গ্রাহকেরা। মাসে কার্ড পিছু দেড়শো মিলিলিটার মতো কেরোসিন দেওয়া হয়। কিন্তু এবার থেকে সেটিও আর পাবেন না গ্রাহকেরা। অর্থাৎ নয়া নির্দেশিকা জারি করে রাজ্যের খাদ্য দফতর জানিয়েছে, এবার থেকে ডিজিটাল রেশন কার্ড ছাড়া আর পাওয়া যাবে না কেরোসিন তেল। খাদ্য দফতরের এক আধিকারিকের কথায়, ১ জুন থেকে নন-ডিজিটাল কার্ডে আর কোনও কিছু মিলবে না। এ বার আর সিদ্ধান্ত বদল হবার নয়। কারণ ডিজিটাল রেশন কার্ড ছাড়া খাদ্যশস্য দেওয়া বন্ধ করার পরেই এ বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। এবার কার্যক্ষেত্রে সেটাই কার্যকর করা হল।

পাশাপাশি, গ্রাহকরা যাতে দ্রুত ডিজিটাল রেশন কার্ড তৈরি করে নেন সে ব্যাপারে নতুন পদক্ষেপ করতে চলেছে খাদ্য দফতর। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কাগজের রেশন কার্ড বদলানোর জন্য গ্রাহকদের মধ্যে প্রচার অভিযান চালাবে খাদ্য দফতরের। পাশাপাশি ডিজিটাল রেশন কার্ড করে নিলে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হবে এই নতুন পদক্ষেপে। কারণ, কাগজের রেশন কার্ডে মাসে মাথাপিছু ১৫০ মিলিলিটার কেরোসিন পাওয়া যেত। কিন্তু ডিজিটাল রেশন কার্ডে ৫০০ মিলিলিটার বা তার বেশি পরিমাণে কেরোসিন তেল পাওয়া যাবে। যদিও এই বিষয়টি সমর্থন করছেন না কেরোসিন ডিলারদের রাজ্য সংগঠন।

নববর্ষেও বাজলনা হুইসেল, মিতালির যাত্রা সময়ের অপেক্ষা

হলদিবাড়ি: এখনই আসছেনা মিতালি। কয়েক দফা পিছিয়ে বাংলা নববর্ষ তথা ১৫ এপ্রিল মিতালি এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু সেদিনও শিলিগুড়ি-ঢাকা রুটে বাজলনা মিতালির হুইসেল। এর আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে মিতালির যাত্রা শুরু করার কথা থাকলেও ভিসা জটিলতার কারণে পিছিয়ে যায় মিতালির যাত্রা। ভারত সরকারের তরফ থেকে ২৭ মার্চ ই-টুরিস্ট ভিসা দেওয়ার কথা জানানো হয়। সেই অনুযায়ী ভাবা হয়েছিল দুই দেশের মানুষকে নতুন বছরের উপহার হিসেবে দেওয়া হবে মিতালি এক্সপ্রেস। কিন্তু সেদিনও মিতালির হুইসেল না বাজায়, এখন কবে গড়াবে মিতালির চাকা সে বিষয় নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারেননি ভারতীয় রেল মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গেছে, মিতালি এক্সপ্রেস ট্র্যাকে চলার জন্য প্রস্তুত। এখন শুধু অপেক্ষা দুই দেশের সবুজ সংকেতের। সংকেত পেলেই ছুটবে মিতালি।

বাংলাদেশের রাজশাহীতে নিযুক্ত ভারতের সহকারী হাইকমিশনার সঞ্জীব কুমার ভাট্টি বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমকে জানান, মিতালি এক্সপ্রেস নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে। কিছু প্রস্তুতি বাকি রয়েছে। সেগুলো সম্পূর্ণ না হলে এই মুহূর্তে মিতালি চালু করা সম্ভব নয়। এখনও চালু না হলেও উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগকারি প্রথম ট্রেন মিতালি এক্সপ্রেস সফল হওয়ার আশায় রয়েছে দুই দেশ। উল্লেখ্য, এই ট্রেন পরিষেবা চালু হলে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পর্যটক ভ্রমণের জন্য ভারতে আসবেন। শুধু পর্যটকই নয় যারা প্রায় রোজই চিকিৎসা, স্টাডি এবং ব্যবসার খাতিরে ভারতে আসেন তাঁরা বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন। তবে এই মিতালি এক্সপ্রেস নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ ভারতীয় রেলের শীর্ষ কর্তারা।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কায় প্রমাদ গুনছেন বিজ্ঞানীরা

শিলিগুড়ি: সময়ের সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে পর্যটনের সংজ্ঞা। এক সময়ে পর্যটকদের প্রথম পছন্দ ছিল শহরকেন্দ্রিক পর্যটন কেন্দ্র। কিন্তু এখন প্রত্যন্ত এলাকাগুলিকেও অফবীট ডেস্টিনেশন হিসেবে বেছে নিচ্ছেন পর্যটকরা। কোভিডের জেরে এই এলাকাগুলির কদর অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। ফলে এই এলাকাগুলিতে গড়ে উঠছে একের পর এক হোমস্টে। কিন্তু সমস্যা হল পাহাড়ের গ্রামীণ এলাকায় বর্জ্য নিষ্কাসনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় পর্যটকদের ব্যবহৃত যাবতীয় বর্জ্য ফেলা হচ্ছে পাহাড়ের আনাচে-কানাচে। খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেট থেকে প্লাস্টিকের বোতল যাবতীয় জিনিস ঝোরায় ফেলা হচ্ছে। ফলে পর্যটক স্থলগুলি কার্যত ধীরে ধীরে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে শীঘ্রই পর্যটনে রাশ টানা প্রয়োজন। নয়ত ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কা করছেন ভূবিজ্ঞানী থেকে বনকর্তারা।

সম্প্রতি বনদপ্তরের তরফে কালিম্পংয়ের বনাঞ্চলে সাফাই অভিযান চালিয়ে আর্বজনা ভর্তি দুটি ট্রাক আটক করা হয়। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে এই অভিযান থেকে কয়েক ট্রাক বর্জ্য পাওয়া গিয়েছে। রাতের অন্ধকারে বনের ভিতর ঝোরা এবং নির্জন এলাকাগুলিতে আর্বজনা ফেলা হচ্ছে। সিটং, মংপু, গরুবাথান, আলগাড়া, রিশপ, ঝান্ডির মত জায়গা গুলিতে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে আবর্জনার স্তূপ জমেছে। পাহাড়ে আবর্জনা পরিষ্কারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংগঠন উদ্যোগী হয়েছিল। কিন্তু কোভিডের জেরে দুই বছর ধরে তা বন্ধ আছে। কালিম্পংয়ের ডিএফও চিত্রক ভট্টাচার্য বলেন, সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ক্ষেত্রে এখনই উদ্যোগ নিতে হবে। অন্যথায় যেদিকে পরিস্থিতি গড়াচ্ছে তাতে বন ও বন্যপ্রাণ রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে পড়বে।

অঙ্গ প্রতিস্থাপন কেন্দ্র তৈরি করতে জমি চাইলেন দেবী শেঠি

কলকাতা: বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ২১ এপ্রিল অঙ্গ প্রতিস্থাপন কেন্দ্র তৈরির জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জমি চাইলেন চিকিৎসক দেবী শেঠি। এর সঙ্গে রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তে ছোট ছোট মেডিক্যাল কলেজ তৈরির প্রস্তাবও দিয়েছেন তিনি। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও ব্রেন ডেথ হয়ে যাওয়া ব্যক্তির অঙ্গ প্রতিস্থাপন করে নজির গড়েছিলেন চিকিৎসকরা। এই প্রসঙ্গকেও সেখনে তুলে ধরেছেন তিনি।

দেবী শেঠি রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তাঁর মতে, 'রাজ্যে অন্তত এক হাজার নার্সিং কলেজ তৈরি করতে হবে। কলেজে পড়ে নার্স হওয়া যায় না। নার্স হতে গেলে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।' তিনি আরও বলেন, 'ছোট ছোট মেডিকেল কলেজ তৈরি করতে হবে, যেখানে ১০০ থেকে ১৫০ জন ছাত্র পড়াশোনা করতে পারে।' রাজ্যে চিকিৎসকদের সংখ্যা বাড়ানোর কথাও বলেন তিনি। তিনি জানান, রাজ্যে ১ হাজার, দেড় হাজার শয্যার হাসপাতাল রয়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে চিকিৎসক নেই। দেশে এখন কর্মরত চিকিৎসকদের সংখ্যা রয়েছে ১০ লাখ। এই সংখ্যাটা বাড়ানো প্রয়োজন।

এসএসসি দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টে ক্ষণিকের স্বস্তি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা: ১১ এপ্রিল গ্রুপ-ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট পেশ করে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিতকুমার বাগের নেতৃত্বাধীন অনুসন্ধান কমিটি। তার পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল বিকেল ৫.৩০ এর মধ্যে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে সিবিআইয়ের কাছে হাজিরার নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দ্রুততার সঙ্গে ডিভিশন বেঞ্চে যান পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী। এরপরে ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে। বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় ফের শুনানি হবে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে। গ্রুপ সি , গ্রুপ ডি, নবম ও দশম শ্রেণির সবকটি মামলায় স্থগিতাদেশ থাকল। এতদিন সিঙ্গল বেঞ্চও কোনও নির্দেশ দিতে পারবে না। ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের তরফে জানানো হয়, আরও ৪ সপ্তাহ বাড়ল স্থগিতাদেশের মেয়াদ।

এছাড়াও, বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি আনন্দকুমার মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, আদালতের নির্দেশ ছাড়া নিয়োগ-দুর্নীতি মামলায় সিবিআই কোনও পদক্ষেপ নিতে পারবে না। ১৩ মে পরবর্তী শুনানি। ততদিন পর্যন্ত সিঙ্গল বেঞ্চেও এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত কোনো মামলার কোনো শুনানি ১৩ মে পর্যন্ত হবে না। এদিকে আইনজীবী দ্বীপায়ন কুণ্ডু বলেন, ১৩ মে সকাল সাড়ে দশটায় ফের শুনানি হবে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে। গ্রুপ সি , গ্রুপ ডি, নবম ও দশম শ্রেণির সবকটি মামলায় স্থগিতাদেশ থাকল। এতদিন সিঙ্গল বেঞ্চও কোনও নির্দেশ দিতে পারবে না।

কোভিডের "চতুর্থ ঢেউ নয়" বলেই দাবি বিশেষজ্ঞের

নয়াদিল্লি: সম্প্রতি দেশ জুড়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে কোভিড সংক্রমণ। ২০ এপ্রিল সকালে কেন্দ্রিয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে ভারতে গত ২৪ ঘন্টায় ২,০০০ এরও বেশি কোভিড সংক্রমণ ঘটেছে, যার মধ্যে কেবল রাজধানী দিল্লিতেই সংখ্যাটা ৬০০। যার অন্যান্য রাজ্যে যেখানে শিথিল করা হয়েছিল বিধিনিষেধ সেখানেও আবার লাগু হচ্ছে নিয়ম।

এই সপ্তাহে দ্বিতীয়বার দৈনিক সংক্রমণ ২,০০০-এর সীমা অতিক্রম করেছে। দিল্লিতে ক্রমাগত সংক্রমণ বৃদ্ধি পেতে থাকায় মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মাস্ক না থাকলে ৫০০ টাকা জরিমানাও করা হচ্ছে। হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশও নিজ নিজ অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে মাস্ক পরার বিষয়ে একই রকম আদেশ জারি করেছে। অন্যদিকে আইআইটি-কানপুরের একটি সমীক্ষা এই বছরের জুলাইয়ে করোনার চতুর্থ ঢেউয়ের পূর্বাভাস দিয়েছে।

তবে করোনার সংক্রমণ সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও এটি চতুর্থ ঢেউ হওয়ার সম্ভাবনা কম। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে এমনটাই জানিয়েছেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিকেল রিসার্চের এপিডেমিওলজি এবং কমিউনিকেবল ডিজিজেসের প্রধান বিজ্ঞানী। ডাঃ রমন আর গঙ্গাখেদকর বলেন "আমি মনে করি না এটি চতুর্থ ঢেউ। BA.2 ভ্যারিয়েন্ট সারা বিশ্বের মানুষকে প্রভাবিত করেছে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মাস্কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার নিয়ে ভুল বুঝেছে। লোকে ভেবেছে মাস্ক পরার নিয়ম প্রত্যাহার করা হয়েছে মানে সংক্রমণ হওয়ার ভয় নেই।" তবে মাস্কের বাধ্যতামূলক ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছেন তিনি।

প্রয়াত তৃণমূল নেতা কৃষ্ণকুমার কল্যানী

জলপাইগুড়ি: প্রয়াত হলেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি কৃষ্ণকুমার কল্যাণী। গত ৬ মাসের বেশি সময় ধরে পোস্ট কোভিড কমপ্লিকেশনে ভুগছিলেন তিনি। শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যাও তৈরি হয়েছিল তাঁর। ১৯ এপ্রিল দুপুরে জলপাইগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই রাতে মৃত্যু হয়েছে বলে দলিয় সূত্রে জানানো হয়েছে। জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট চা-শিল্পপতি ছিলেন কৃষ্ণকুমার কল্যাণী।

নিলামে ফার্স্ট ফ্লাশ ২৩ হাজার টাকা কেজি তবুও ক্ষতির মুখে দার্জিলিং টি

শিলিগুড়ি: দার্জিলিং চায়ের বিশ্ব জোড়া কদর থাকা সত্ত্বেও আশঙ্কার মেঘ পাহাড়ের সর্বত্র। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মার খাচ্ছে পাহাড়ের চায়ের উৎপাদন। তবু এরই মধ্যে অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিল চলতি বছরের দার্জিলিং চায়ের ফার্স্ট ফ্লাশ। এতদিন ধরে ২০-২১ টাকা কিলো দরেই আটকে ছিল দার্জিলিং-এর ফার্স্ট ফ্লাশ চায়ের দাম। ওই রেকর্ড এবার মরশুমের শুরুতেই ভেঙ্গে দিল গুডরিক কোম্পানির বাদামতাম চা বাগান। বিশেষ ক্লোন থেকে তৈরি হওয়ায় কুড়ি এবং কাঁচা পাতা থেকে তৈরি এখানকার ফার্স্ট ফ্লাশ নিলামে দর পেল প্রতি কেজি ২৩ হাজার টাকা। গ্লোডেন টিপস টি। যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে পাহাড় ও সমতলের চা বাগান গুলিতে।

বাদামতাম চা বাগানের ম্যানেজার সুব্রত সেন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখেই ফার্স্ট ফ্লাশ চায়ের জন্য আমরা একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্ব করেছিলাম। আর সেই পদ্ধতির সুফলও পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তীতে সামগ্রিক ভাবে এই পদ্ধতি কার্যকর করে ভিন্ন চায়ের স্বাদ নিয়ে আসার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছি। বাগান সূত্রে জানা গিয়েছে, এসওআই ১২৪০ ক্লোন থেকে কুঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। সেই কুঁড়ি ও কচিপাতা থেকে ফার্স্ট ফ্লাশ চা তৈরি করা হয়েছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই চায়ের স্বাদও অনেক উন্নত। যার ফলে দামেও রেকর্ড গড়েছে এই চা। তবে এই পদ্ধতি বাদামতাম চা বাগানের একটি বিশেষ অংশে কার্যকর করা হয়েছিল। বলাবাহুল্য এই ফার্স্ট ফ্লাশের চা উৎপাদনের জন্য কিছু গাছকে ঠিক করাছিল। নির্দিষ্ট সময়ের পর সেই গাছ গুলিতে প্লাকিং হয়েছে। চা বিজ্ঞানীদের পরামর্শে গাছের গোড়ায় সার প্রয়োগ এবং জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সুব্রতবাবু বলেন, এই চায়ের দাম স্বভাবতই বেশি। তাই এই চা কেনার ক্ষমতা সকলের নেই। তাই চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্ব স্তরের মানুষের কথা চিন্তা করতে হয়। বিশেষত উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা বিশেষ জরুরী। তাছাড়া সমস্ত বাগানে কখনই এক ধরনের ফার্স্ট ফ্লাশ চা পাওয়া সম্ভব নয়।

দার্জিলিং মাকাইবাড়ি চা বাগান

এদিকে নিলামে ফার্স্ট ফ্লাশের চা দামের রেকর্ড গড়লেও তেমনভাবে আশাবাদী হতে পারছেননা পাহাড়ের চা বাগান মালিকরা। তারা বলেন, যে ভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে তাতে তেমন ভাবে আশাবাদী হওয়া যায়না। অতীতেও কোনও কোনও বাগানে রেকর্ড দাম স্পর্শ করলেও চিরাচরিত ছবির কোনও পরিবর্তন হয়নি। দার্জিলিং টি অ্যাসোসিয়েশনের প্রিন্সিপাল অ্যাডভাইজার সন্দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, একটি চা বাগানের দাম রেকর্ড ছুঁয়েছে বলে পরিস্থিতি পালটে গিয়েছে ভাবাটা ভুল। সামগ্রিক ভাবে দার্জিলিং চা ক্ষতির সম্মুখীন।

উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দার্জিলিং চায়ের মান এবং উৎপাদন প্রতিনিয়ত পড়তে থাকায় চিন্তিত দার্জিলিং-র চা বাগান মালিকরা। কিন্তু বিশেষ ভাবে উদ্যোগ নিলে যে ঐতিহ্য ধরে রাখার পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব তা প্রমাণ করে দিল গুডরিকের বাদামতাম চা বাগান।

দুবছর পর আবার স্বমহিমায় নববর্ষ পালন কোচবিহারে

পার্থ নিয়োগী

কোচবিহার: 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে,বাদল গেছে টুটি। আজ আমাদের ছুটি ওভাই,আজ আমাদের ছুটি'। সত্যিই পয়লা বৈশাখের দিনে এমন ছবিই ধরা দিল কোচবিহারে বুকে। টানা দুবছরের অতিমারির পর এবার নতুন ভাবে আবার পয়লা বৈশাখ পালনের আশায় বসে ছিল সবাই। ঠিক তখনই চৈত্রের শেষ দশ দিন অকাল বৃষ্টির ফলে সবকিছু ভেস্তে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তবে ১৪২৯ এর প্রথম সকালে সূর্যি মামাকে আকাশে দেখতে পেয়েই আনন্দের বাঁধ ভাঙ্গে কোচবিহারবাসীর।

এবারের নববর্ষের সকালে প্রধান আকর্ষণ ছিল দিনহাটা শহরের মঙ্গলশোভাযাত্রা। দিনহাটা মঙ্গলশোভাযাত্রা কমিটির তরফে বোর্ডিংপাড়া থেকে শুরু করে এক বর্ণাঢ্য মঙ্গলশোভাযাত্রা দিনহাটা শহর পরিক্রমা করে।সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই মঙ্গলশোভাযাত্রায় পালকি,ঘট সহকারে পা মেলায়। বাংলাদেশের ঢাকায় বাংলা নববর্ষের সকালে রমনা ময়দানের থেকে যে মঙ্গলশোভাযাত্রা হয় তারই এক ছোট্ট সংস্করন এর যেন এদিন দেখা মিলল দিনহাটা শহরে। এই মঙ্গলশোভাযাত্রা চলার মধ্যেই দিনহাটা পাঁচ মাথা মোরে স্থানীয় শিল্পীরা নাচে গানে ১৪২৯ সালকে স্বাগত জানায়। অন্যদিকে দিনহাটা হেমন্ত বসু কর্নারে ২০ টি সাংস্কৃতিক দল মিলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান পালন করে।

নববর্ষের সকালের আকর্ষণ যদি হয় দিনহাটার মঙ্গল শোভাযাত্রা তবে দুপুরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল কোচবিহার শহরের নরনারায়ণ পার্কে সেলফি জোন এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সিনিয়র সিটিজেন কর্নারের উদ্বোধন। এই কর্মসূচিতে এদিন নরনারায়ণ পার্কে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি তথা কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ,জেলাশাসক পবন কাদিয়ান ও উদ্যান কানন বিভাগের বিভাগীয় বনাধিকারিক অঞ্জন গুহ। আর সন্ধ্যেবেলার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল উৎসব অডিটেরিয়ামে অনুষ্ঠিত নান্দনিক আয়োজিত বর্ষবরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অন্যদিকে শহরের গুরিয়াহাটি ক্লাবের মাঠে ইন্দ্রায়ুধ নাট্যগোষ্ঠীর তরফে আয়োজন করা হয় প্রতিবারের মত বর্ষবরণ ও সফদার হাসমি স্মরণ অনুষ্ঠান। ভারত ক্লাব ও ব্যায়ামাগারের উদ্যোগেও একটি শোভাযাত্রা হয়। ক্লাবের সদস্যরা শহরের বিভিন্ন মোড় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নাচ,গান পরিবেশন করে। দক্ষিণ খাগড়াবাড়ির ক্লাবের তরফেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। এর পাশাপাশি নববর্ষ উপলক্ষে জেলার বিভিন্নপ্রান্তে সমাজসেবামূলক কাজ করা হয়। 'চেষ্টা হাত বাড়ালেই বন্ধু' নামে সংস্থার পক্ষ থেকে কোচবিহার শহরতলির ২০০ টি পথ কুকুরের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয় আবার সংস্থাটির তরফে পুন্ডিবাড়ি এলাকার এক বিশেষভাবে সক্ষম শিশুর হাতে হুইল চেয়ার তুলে দেওয়া হয়। বিকেল থেকেই শহরের বিভিন্ন দোকানে হালখাতার ভিড় জমে যায়। এদিন সকাল থেকে রাত মদনমোহন বাড়িতে জনসমাগম ছিল চোখে পড়ার মত। শহরের মিষ্টির দোকানগুলিতে দুপুরের আগেই মিষ্টি শেষ হয়ে যায়। বিভিন্ন বয়সের মানুষের সমাগমে কোচবিহারের রাজপথ এদিন পরিপূর্ণ হয়ে যায়। অতিমারির প্রভাব কাটিয়ে দুবছর বাদে কোচবিহারবাসীকে এদিন তাদের নববর্ষ পালনের চেনা ছন্দে দেখা যায়।

কল্যাণী বিশ্ব বিদ্যালয় লোকসংস্কৃতি বিভাগে বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন

পার্থ নিয়োগী

কল্যাণী: এপার ও ওপার বাংলার মেলবন্ধন ঘটল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আলাপচারিতার মাধ্যমে। ২১ এপ্রিল বেলা দুটোর সময় "লোকসংস্কৃতি বিদ্যাচর্চার সাম্প্রতিক প্রবণতা" প্রসঙ্গে বক্তৃতা দেন ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান। তিনি ডিজিটাল মাধ্যমে বর্তমানে লোকসংস্কৃতির ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এই বক্তৃতার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মানসকুমার সান্যালের সঙ্গে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সুজয়কুমার মন্ডল ও বক্তা ড. মুস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা সভায় স্থির হয় ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক করা হবে। লোকসংস্কৃতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সুজয়কুমার মন্ডল বলেন, আজকের বক্তব্য অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়েছে। ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগ ও আমাদের বিভাগের মধ্যে যৌথভাবে আন্ত:বিদ্যাশৃঙ্খলা নির্ভর গবেষণার কাজ হবে।

ড. রহমান জানান, বর্তমান প্রযুক্তির যুগে ফোকলোর চর্চা এবং উৎকর্ষের জন্য প্রযুক্তির সক্ষমতা অর্জনের কোনো বিকল্প নেই। ফোকলোর পঠন-পাঠনের সঙ্গে আমরা যারা জড়িত আছি তাদেরকে প্রযুক্তি সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। লোকসংস্কৃতি বিষয়ক এই বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করে বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও শিক্ষকেরা। সঞ্চালনা করেন বিভাগের অধ্যাপিকা দেবলিনা দেবনাথ।

কোচবিহারে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক লিটল ম্যাগাজিন মেলা

কোচবিহার: "তোর্সা সাহিত্য সংস্থার" পক্ষ থেকে দু দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক লিটল ম্যাগাজিন মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কোচবিহার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। আগামী ২৩ ও ২৪ শে এপ্রিল দুপুর ১২ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এই মেলা।এদিন কোচবিহার প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই মেলার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন তোর্সা সাহিত্য সংস্থার সদস্যরা।

এদিন তোর্সা সাহিত্য সংস্থার সদস্যা মৌমিতা বণিক জানান এই লিটল ম্যাগাজিন মেলায় স্বরচিত কাব্য পাঠের পাশাপাশি দু'দিনব্যাপী অঙ্কন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যেমন খুশি আঁকো এবং ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত রয়েছে বিশেষ বিষয়ের ওপর অঙ্কন প্রতিযোগিতা। আমাদের সমাজে বিজ্ঞানের নানান প্রভাব রয়েছে। ভালো ফলের পাশাপাশি বিজ্ঞানের কিছু খারাপ ফলাফলও রয়েছে। তাই বর্তমান সমাজে বিজ্ঞান এর সুপ্রভাব ও কুপ্রভাব নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির জন্য।

মিনিয়েচারেই লিপিবদ্ধ ইতালো রোভারের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা

শিলিগুড়ি: শিল্পীর সৃষ্টি যে পৃথিবীর যে কোন জায়গাতেই ফুটে উঠতে পারে তা দেখা গেল ইতালো রোভারের কাজে। আদতে ব্রাজিলের বাসিন্দা হলেও গত দুই বছর ধরে নিজের কাজের পরিধি বিস্তার করতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। কখনও কার্শিয়াং, দার্জিলিং আবার কখনও শিলিগুড়ি। উত্তরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর সময় বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে বছর পঞ্চাশের রোভারকে। সেই অভিজ্ঞতার কথাই তিনি তুলে ধরেছেন পঞ্চাশটিরও বেশি মিনিয়েচার বইয়ে। এই বই লেখার পাশাপাশি বিনামূল্যে তিনি উত্তরের পড়ুয়াদের মিনিয়েচার বই তৈরির প্রশিক্ষণও দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে তাঁর লেখা এই বইগুলি নজড় কেড়েছে শহরের শিল্পমহলের। উল্লেখ্য, এই মিনিয়েচার বিষয়টি উত্তরবঙ্গে অতটা প্রচলিত নয়। সাধারণ বইয়ের যা আকার থাকে তার থেকে এই বইগুলি একটু ছোট। রোভার অবশ্য তার এই বই প্রকাশ করার জন্য কোনও প্রকাশক পাননি। তাই তিনি নিজেই তৈরি করে ফেলেন এই মিনিয়েচার বুক। এই বইতেই তিনি লেখেন কবিতা। মূলত তাঁর কবিতার বিষয় বস্তুগুলি হল-রাজনীতি, প্রেম, রাজনীতি ও জীবনী মূলক।

মাদার টেরেজার কর্মকাণ্ড থেকে অনুপ্রাণিত রোভার ছোটবেলা থেকেই ভারতে আসতে চাইতেন। পরিবার মানা করা সত্ত্বেও ১৯৯০ সালে তিনি কোলকাতায় চলে আসেন। এখানে আসার পরই কবিতা লেখার প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মায়। অবশেষে ১৯৯৯ সালে তিনি নিজের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বইয়ে তুলে ধরেন। রোভার বলেন, আমি মনে করি জীবন একটি জার্নি। কোন শিল্পকে তুলে ধরতে হলে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। তাই আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াই। তিনি আরও বলেন, উত্তরবঙ্গ সফরের জন্য আমি অনেকদিন ধরেই শিলিগুড়িতে আছি। অনেকেই আমার কাজের প্রশংসা করেছেন। কোন প্রকাশনা সংস্থা পাশে দাঁড়াক বা না দাঁড়াক তাতে কিছু যায় আসেনা। আগ্রহীরা কিন্তু মিনিয়েচার বই কিনছে।

বই রিভিউ/ জীবনের নতুন বাঁচার মন্ত্র শেখায় 'মৃত্যুর সবুজ চুড়ি'

পার্থ নিয়োগী

বর্তমান সময়ে সারা বাংলাতেই একঝাক নতুন কবি উঠে এসেছে। ব্যাতিক্রম হয়নি উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও। যা বাংলা কবিতার পক্ষে আশার খবর। এমনই এক নবীন কবি খোকন বর্মন। কোচবিহারের বলরামপুরের চেকাডারা গ্রামের ছেলে সে। বর্তমানে বেনারশ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর পড়ছে সে। পাশাপাশি সমানতালে চলছে তার কবিতা লেখাও। সম্প্রতি প্রকাশিত হল তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মৃত্যুর সবুজ চুড়ি'।

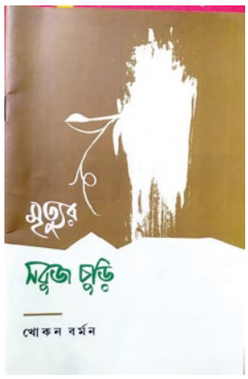

বইটির কবিতাতেই কবির গভীর ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। তাই কবিতায় আমন ধানের শিষের মধ্যে নিজের মায়ের মুখ কে দেখেন তিনি। কোথাও তার কলমে ধরা পড়ে কাঠখোট্টা জীবন আবার পরক্ষনেই দেখেন তিনি অঙ্কুরোদগমের মাধ্যমে শহরের বুক চিরে উঠবে আবার সবুজ মাঠ। আসলে গ্রামের সন্তান খোকন। প্রকৃতিকে নিয়েই যাপন তার। আর সেখান থেকেই প্রকৃতিকে নিয়েই তার উপলব্ধি ফুটে উঠেছে তার কলমের ছোয়ায়। তীব্র একাকীত্বের মাঝেও কবি কালজানি নদীতে ডুব দিয়ে মিলিয়ে দিয়েছে ভাওয়াইয়া আর বাউল কে। তার সরল হৃদয়ের উপলব্ধিতে কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে মায়াময়। আগামীতে খোকন যে বাংলা কবিতায় ছাপ ফেলবে তার ছোঁয়া উঠে এসেছে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মৃত্যুর সবুজ চুড়িতে। বইটির কথামুখ লিখেছেন এসময়ের অন্যতম জনপ্রিয় কবি পীযূষ সরকার। যা পাঠকের বাড়তি পাওনা।

জামানা শেষ হলেও জনপ্রিয়তা কমেনি প্রাক্তন প্রধানের

ময়নাগুড়ি: বেশ কিছুদিন হল বাম জামানা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও মানুষের মুখে ঘোরে ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান নরেশচন্দ্র রায়ের নাম। এখন সোশ্যাল মিডিয়ার চর্চিত বিষয়ই হল দরিদ্র পঞ্চায়েত সদস্যের প্রাসাদোপম বাড়ি। কিন্তু আরএসপি কর্মী নরেশ বাবু পথের পথিক নন। তিনি একটি টিনের চালার চায়ের দোকান করে পেট চালাচ্ছেন। উল্লেখ্য, তিনি ৩০ বছর পঞ্চায়েত ছিলেন।

জাতীয় সড়কের ধারে হসলুরডাঙ্গা টোল প্লাজার পাশে নরেশ বাবুর ছোট্ট চায়ের দোকান। সামনে কয়েকটি চেয়ার-টেবিল পাতা। সকাল থেকেই সেখানে নানা লোকের ভীড় হয়। নরেশ বাবুর কাছে তাঁরা শুধুই গ্রাহক নন। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের খবর নেওয়ার অভ্যাসটা আজও তিনি ছাড়তে পারেননি। পার্টির দুঃসময়ে অনেকে অন্য দলে নাম লিখালেও নরেশ বাবু কিন্তু আরএসপি-র সঙ্গ ছাড়েননি।

পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে শুরুতে তিনি পাঁচ টাকা সাম্মানিক পেতেন। সবসময়েই সরকারি অর্থে তিনি সার্বিক উন্নয়নের কাজ করেছেন। মানুষের বিপদে তিনি কখনো দলীয় বা জাতিগত ভেদাভেদ মানতেননা। এলাকায় নরেশবাবুর ভাবমূর্তি এমনই যে তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে কেউ রাজি নন। এমনকি বিরোধীরাও নয়। ময়নাগুড়ি ১ ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি মনোজ রায় বলেন, জনপ্রতিনিধি হিসেবে স্বচ্ছ ভাবে কাজ করেছেন তিনি। ১৯৮৮ সালে পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভান্ডার গ্রামপঞ্চায়েতের ভাঙ্গারহাট বুথে পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর ২০১৮ সাল পর্যন্ত টানা ৩০ বছর তিনি পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। এর মধ্যে তিনি পাঁচবছর উপপ্রধান এবং পাঁচবছর প্রধানের দায়িত্ব সামলেছেন।

নাদাবেট সীমা দর্শন প্রোজেক্ট উদ্বোধনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ্

কলকাতা: ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত এলাকায় ভ্রমণের জন্য সীমা দর্শন প্রকল্প চালু হল বনঙ্কঠের নাদাবেটে। রবিবার দেশবাসীর উদ্দেশে প্রকল্পটি উৎসর্গ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ্। অনুষ্ঠানে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ও পর্যটন মন্ত্রী পূর্ণেশ মোদি উপস্থিত ছিলেন।

অমিত শাহ্ জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ইচ্ছানুসারে নাদাবেটে সীমা দর্শন প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পর্যটন শিল্প বিকশিত হবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাঁর আশা, আগামী ১০ বছরের মধ্যে এলাকার অসংখ্য মানুষ কাজের সুযোগ পাবেন। এই প্রকল্পের ফলে সম্পূর্ণ বনঙ্কঠ জেলাটি দেশের মধ্যে আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারন মানুষ বিএসএফ জওয়ানদের দৈনন্দিন কাজকর্ম একেবারে কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, পর্যটকদের সুবিধার্থে নানারকম আধুনিক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং এজন্য ব্যয় হয়েছে ১২৫ কোটি টাকা। সীমান্ত পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নের স্বার্থে পর্যটন বিভাগের তরফে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে টি-জংশন, জিরো পয়েন্ট এবং টি- জংশন ও জিরো পয়েন্টের সংযোগকারী রাস্তায়। পর্যটকদের সুবিধার জন্য এখানে গড়া হয়েছে অ্যারাইভাল প্লাজা,

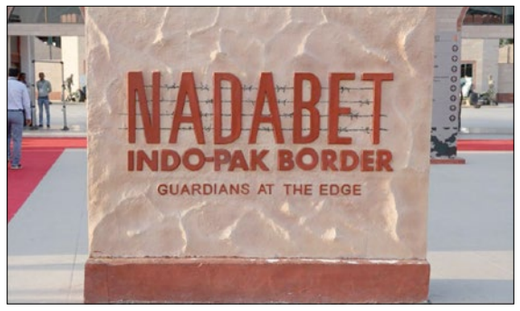

রেস্টিং স্পেস, পার্কিং, ৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, চেঞ্জিং রুম, স্যুভেনির শপ, ২২টি দোকান ও রেস্টুর্যাওন্ট, বিএসএফের ইতিহাস ও কাজকর্ম বিষয়ক গ্যালারি, আলোকসজ্জা, সোলার ট্রি ও সোলার রুফটপ ফেসিলিটি। এছাড়াও রয়েছে রিটেইনিং ওয়াল, বিএসএফ ব্যারাক, পাণীয় জলের ব্যবস্থা, টয়লেট ব্লক, ৫০০০ জনের জন্য প্যারেড গ্রাউন্ড, একজিবিশন সেন্টার, পার্কিং ব্যবস্থা, সাউন্ড সিস্টেম, ছোটোদের জন্য খেলাধূলার ব্যবস্থা ইত্যাদি।

গুয়াহাটিতে ফ্লিপকার্টের প্রথম গ্রোসারি ফুলফিলমেন্ট সেন্টার

শিলিগুড়ি: উত্তরপূর্বাঞ্চলের গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে ফ্লিপকার্ট তাদের প্রথম গ্রোসারি ফুলফিলমেন্ট সেন্টার উদ্বোধন করল আসামের গুয়াহাটির নিকটে পলাশবাড়িতে। এই সেন্টার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৩০০ জনের কর্মসংস্থান করবে এবং অনেক স্থানীয় বিক্রেতা, এমএসএমই ও কৃষকদের পণ্য বিপণনে সহায়তা প্রদান করবে। গ্রাহকরা এই সেন্টারের মাধ্যমে ২০০টি ক্যাটাগরির ৭০০০-এরও বেশি আঞ্চলিক গ্রোসারি প্রোডাক্ট সংগ্রহ করতে পারবেন, যেমন প্রাত্যহিক গৃহস্থালীর সামগ্রী, স্টেপলস, চা, স্ন্যাক্স ও বেভারেজ, কনফেকশনারি, পার্সোনাল কেয়ার, ইত্যাদি।

কয়েস্বাটরের পর এটিই দেশে ফ্লিপকার্টের দ্বিতীয় মহিলা-চালিত ফুলফিলমেন্ট সেন্টার। গুয়াহাটিকে কেন্দ্র করে ৮০০টিরও বেশি পিনকোড এলাকায় মুদিখানার দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হবে এই সেন্টার থেকে, যেমন আগরতলা, আইজল, দার্জিলিং, ডিব্রুগড়, ইম্ফল, কোহিমা ও শিলঙ।

বর্তমানে 'ফ্লিপকার্ট গ্রোসারি' দেশের ২৮টি রাজ্যের ১৮০০টিরও অধিক শহর ও ১০০০০-এরও বেশি পিনকোড এলাকায় পরিষেবা দিয়ে থাকে। ই-কমার্সকে গ্রাহকদের কাছে আরও গ্রহণীয় করার লক্ষ্য নিয়ে চালু করা ফ্লিপকার্টের অ্যাপ ওড়িয়া, বাংলা ও অসমীয়া-সহ ১১টি ভারতীয় ভাষায় ব্যবহারযোগ্য।

লঞ্চ হল রেল টিকিটি অ্যাপ্লিকেশন "রেড রেল"

শিলিগুড়ি: বিশ্বের বৃহত্তম বাস টিকিটি অ্যাপ্লিকেশন রেড বাস-এর পর "রেড রেল" লঞ্চ করল মেকমাই ট্রিপ গ্রুপস অফ কোম্পানি। উল্লেখ্য, গত বছরের শেষের দিকে রেড বাস-এ একটি ইন-অ্যাপ বৈশিষ্ট্য হিসাবে চালু হয়েছিল রেড রেল। এই রেড রেল-র লক্ষ্য হল দেশব্যাপী কয়েক লক্ষ্য ট্রেন যাত্রীদের অনলাইন ভ্রমণ বুকিংকে সহজলভ্য করে তোলা। এই রেড রেল অ্যাপটি অ্যানড্রয়েডটি ওএস স্মার্টফোন সহ সমস্ত মোবাইল ডিভাইসে অ্যাক্সেসযোগ্য। সারাদেশে ব্যবহারকারীদের সমস্যার কথা মাথায় রেখেই এই অ্যাপটি ডিজাইন করা হয়েছে।

শুধু টিকিট বুকিং-ই নয়, এই রেডরেল অ্যাপের মাধ্যমে গ্রাহকরা পিএনআর চেক সহ ট্রেনের লাইভ অবস্থানও জানতে পারবেন। ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য রেডরেল অ্যাপটি ইউপিআই পেমেন্ট সহ একাধিক ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড এবং নেট ব্যাঙ্কিং সমর্থন করে। বর্তমানে রেডরেল অ্যাপেরটই ইংরেজিতে চালু করা হয়েছে। শীঘ্রই এই অ্যাপটই নেতৃস্থানীয় ভারতীয় ভাষায় উপলব্ধ হবে। যাতে ব্যবহারকারীরা তাদের স্থানীয় ভাষায় টিকিট বুক করতে পারেন। মেকমাই ট্রিপের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং গ্রুপ সিইও রাজেশ মাগো বলেন, রেল যাত্রীদের টিকিট বুকিং প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তুলতে এই স্বতন্ত্র রেডরেল চালু অ্যাপটি চালু করা হয়েছে।

ফ্লিপকার্টের বৃহত্তম ফুলফিলমেন্ট সেন্টার

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের হরিণঘাটায় ভারতের বৃহত্তম আধুনিক ফুলফিলমেন্ট সেন্টার চালু করেছে ফ্লিপকার্ট। এই ফুলফিলমেন্ট কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হল রাজ্য এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ১১,০০০ এর বেশি প্রত্যক্ষ এবং হাজার হাজার পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, যা প্রায় ২০,০০০ বিক্রেতাকে সাহায্য করবে। উল্লেখ্য, এই ফুলফিলমেন্ট সেন্টারটি ভারতের প্রথম ই-কমার্স সুবিধার গৌরব অর্জন করেছে। যা ভারতীয় গ্রীন বিল্ডিংস কাউন্সিল (আইজিবিসি) দ্বারা অস্থায়ীভাবে একটি প্ল্যাটিনাম রেটিং দ্বারা প্রত্যয়িত। বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট (বিজিবিএস)২০২২-এ এই ফুলফিলমেন্ট সেন্টারের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলকাতা থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে কলকাতা থেকে ১১০ একর জুড়ে বিস্তৃত এই হরিণঘাটা ফুলফিলমেন্ট সেন্টার। প্রায় ২ মিলিয়ন বর্গফুট জুড়ে তৈরি এই হরিণঘাটা ফুলফিলমেন্ট সেন্টারটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাথে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একটি ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ নেটওয়ার্ক পরিবাহক বেল্ট। যা শিপমেন্ট চলাচলের সময় ৩৫%-৫০% কমাতে পারে।

বাড়ির দেওয়াল বাঁচায় শ্যাম স্টিলের স্টার্ডফ্লেক্স ওয়াটারপ্রুফিং সলিউশনস

কলকাতা: শ্যাম স্টিল নিয়ে এলো 'স্টার্ডফ্লেক্স ওয়াটারপ্রুফিং সলিউশনস', যা নতুন তৈরি বাড়িকে প্রথম থেকেই সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করবে। শ্যাম স্টিলের দাবি, বাড়িকে সুরক্ষিত রাখতে স্টারফ্লেক্সের তুলনা নেই।

বাড়ি নির্মাণের ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ বাড়ি ড্যাম্পের সমস্যায় ভুগতে শুরু করে বলে সমীক্ষায় জানা গেছে। স্যাঁতসেতে মাটি, নোনাধরা ইট, বৃষ্টির জল, কিচেন, বাথরুম ইত্যাদি ওয়াটার ড্যামেজের জন্য দায়ি। এর ফলে বাড়ির ভিত, দেওয়াল, ছাদ, ফার্নিচার, ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়্যারিং ও সুইচ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিপদের আশঙ্কা ডেকে আনে। দেখা গেছে, বাড়ির দেওয়ালে সাধারনত পাঁচটি জায়গা দিয়ে জল ঢুকে ড্যাম্পের সৃষ্টি করে – ভিত, বাইরের দেওয়াল, ছাদ, বাথরুম ও কিচেন। বাড়ি নির্মাণের গোড়াতেই ব্যবহার করলে স্টার্ডফ্লেক্স ওয়াটারপ্রুফিং সলিউশনস ওই পাঁচটি জায়গা দিয়ে দেয়ালে জল ঢোকার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়, ফলে বাড়ি হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ ড্যাম্প প্রুফ। এছাড়া, শ্যাম স্টিলের স্টার্ডফ্লেক্স তাদের টেকনিশিয়ানদের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ জুগিয়ে বাড়িকে ড্যাম্প-মুক্ত রাখতে উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করে থাকে।

কলকাতায় বাড়ি বিক্রয় কমলেও সম্পত্তির দাম বেড়েছে

কলকাতা: অনলাইন রিয়েল এস্টেট কোম্পানি প্রপ টাইগার ডট কমের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতায় আবাসনের নতুন লঞ্চ এবং বাড়ির বিক্রয় কমে গেলেও প্রথম ত্রৈমাসিকে সম্পত্তির দাম বেড়েছে। রিপোর্টে দেখা গেছে কলকাতায় নতুন লঞ্চগুলি প্রতি বছর ৫০% কমেছে। যেখানে কিউ১২০২২ এই ত্রৈমাসিকে কলকাতায় এক হাজারেরও কম ইউনিট চালু করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, এই প্রপ টাইগার ভারতের আটটি প্রধান আবাসিক বাজারের কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ করে, তিন মাসে কলকাতায় মাত্র ২,৮৬০টি বাড়ি বিক্রি হয়েছে। বিক্রয়ের এই নিম্নমুখী গ্রাফ দেখায় যে চলতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের ২% বর্দ্ধিত স্ট্যাম্প ডিউটি সে ভাবে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ৭ জুলাই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্ট্যাম্প শুল্ক ছাড় ঘোষণা করা হয়। বিশ্লেষণে দ্বিতীয় সবচেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন বাজার হিসাবে কলকাতা অব্যাহত রয়েছে। প্রপ টাইগার, হাউসিং ও মকান ডট কমের গ্রুপ সিএফও বিকাশ ওয়াধাওয়ান বলেন, একটি হাউজিং মার্কেটে যা প্রাথমিকভাবে শেষ ব্যবহারকারীদের চাহিদা দ্বারা চালিত হয়।

অ্যামওয়ে-চাইল্ডফান্ড পার্টনারশিপ

কলকাতা: বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে 'পাওয়ার অফ ৫' এর পুষ্টি কর্মসূচির অধীন ইন্ডিয়ার সাথে হাত মিলিয়েছে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া। কোলকাতার শহুরে বস্তিতে বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত এই পুষ্টি প্রোগ্রাম চালু করে অ্যামওয়ে। উল্লেখ্য ভারতে শৈশবকালীন অপুষ্টি ব্যাপকভাবে বিরাজ করছে। এই প্রোগ্রামটি ছয় বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টির কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। সংস্থাটি শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কাজ করছে। বলাবাহুল্য, দিল্লিতে পাইলট প্রকল্পের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে, কোম্পানি ২০২০ সালে এসআরএফ ফাউন্ডেশনের সাথে সহযোগিতায় হরিয়ানায় তার প্রোগ্রাম প্রসারিত করে।

এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে, অ্যামওয়ে কলকাতার শহুরে বস্তির কসবা এবং কালিকাপুরের মা, পরিচর্যাকারী এবং শিশু সহ ৪,০০০ বেশি ব্যক্তিকে উপকৃত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে নিউট্রিলাইট লিটল বিটস সহ অনান্য পুষ্টিকর খাদ্য চাইল্ডফান্ড ইন্ডিয়ার মাধ্যমে অপুষ্ট শিশুদের বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট চন্দ্র ভূষণ চক্রবর্তী বলেন, আমাদের পুষ্টি কর্মসূচী বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়-জাতীয় পর্যায়ের মা ও শিশু উভয়ের স্বাস্থ্যের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

জোশ-এর ফুচকাখোর চ্যালেঞ্জ

দুর্গাপুর: ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল এবং সবচেয়ে ব্যস্ত সংক্ষিপ্ত-ভিডিও অ্যাপ জোশ সম্প্রতি রেড এফএম-এর সহযোগিতায় পানি পুরির রাজা' উপাধি দিয় ১০ দিনের ফুচকাখোর চ্যালেঞ্জের আয়োজন করে। ৫ এপ্রিল কলকাতার লেক ক্লাবে গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হয়। আসানসোল, দুর্গাপুর এবং কলকাতার তিনটি শহর জুড়ে পাঁচটি ভিন্ন স্থানে ১০ দিনের জন্য অন-গ্রাউন্ড এই চ্যালেঞ্জ অনুষ্ঠিত হয়।

গ্র্যান্ড ফিনালেতে ১০ ফুচকাখোর একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতায় রাজদীপ গুপ্ত, অনামিকা চক্রবর্তী, আলিভিয়া সরকার, চন্দ্রায়ী ঘোষ এবং ডেভলিন কুমারের মতো টলিউড সেলিব্রিটিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। চ্যালেঞ্জে অংশ নিতে, ভিডিও পোস্ট করতে জোশ অ্যাপ ডাউনলোড করতে এবং সাইন-ইন করতে প্রতিটি লোকেশনে জোশ মোবাইল স্টলগুলি স্থাপন করা হয়েছিল। বিজয়ীদের নগদ ১,০০,০০০ টাকা, ৬০,০০০ টাকা ও ৪০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। ইভেন্টটিকে সফল করার জন্য রেড এফএম এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানায় জোশ বেঙ্গল টিম।

ডিউরেক্স 'ইনটেন্স' কনডম লঞ্চ করেছে

কলকাতা: বিশ্বের #১ ব্র্যান্ড ডিউরেক্স কনডম বিভাগে ডিউরেক্স ইনটেন্স-এর নতুন অফার চালু করেছে। এতে ডিজায়রেক্স জেল নামে একটি অনন্য জেল রয়েছে। ডিউরেক্স ইনটেন্স-এর প্রচারাভিযান #Intensegasm একজন মহিলার অতিরিক্ত চাহিদা তুলে ধরার উপর আলোকপাত করে। ডিউরেক্স-এর ভোক্তা অন্তর্দৃষ্টি নির্দেশ করে যে ৫০%-এরও বেশি মহিলা মনে করেন তাদের অভিজ্ঞতা আরও তীব্র হতে পারে।

লঞ্চটিকে সমর্থন করে নতুন #MakeitIntense টিভিসি একজন মহিলার অভিজ্ঞতাকে আরও তীব্র করার জন্য অতিরিক্ত উদ্দীপনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। দম্পতি একটি বিমানের মাঝ-আকাশে নেমে যাওয়ার মাধ্যমে উদ্দীপনার মাত্রাটি স্মার্টলি বিজ্ঞাপনে দেখানো হয়েছে। ডিজায়রেক্স জেলের প্রভাব বরফের মতো স্ফটিকের মাধ্যমে বের করা হয় যা শীতল অনুভূতিকে তুলে ধরতে তৈরি করা হয়েছে। ভারতে, ডিউরেক্স তার উদ্দেশ্যমূলক প্রোগ্রাম- 'দ্য বার্ডস অ্যান্ড বিস টক'-এর মাধ্যমে যৌন স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতেও মনোনিবেশ করেছে। নতুন লঞ্চ হওয়া ডিউরেক্স ইনটেন্স কনডমগুলি ১০ প্যাকের জন্য ৪৪০টাকা এবং ৩ প্যাকের জন্য ১৪৩টাকা মূল্যে সারা ভারতে রিটেল দোকান এবং ই-কমার্স ওয়েবসাইটগুলিতে পাওয়া যাবে।

হাভাস গ্রুপ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এবং চিফ ক্রিয়েটিভ অফিসার মিঃ ববি পাওয়ার বলেছেন, "ডিউরেক্সের মতো একটি প্রগতিশীল ব্র্যান্ডের সাথে যুক্ত হতে পারা সবসময়ই আনন্দের একটি ব্যাপার।"

ইউগেট'২২-এর জন্য কমেডকে-ইউনিগজ এন্ট্রান্স এগজাম

কলকাতা: ১৯০টির বেশি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ৫০টির বেশি প্রাইভেট কলেজ ও ডীমড ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির জন্য এক কম্বাইন্ড এগজামিনেশন হিসেবে এবছর কমেডকে ইউগেট (COMEDK UGET) এবং ইউনি-গজ (Uni-GAUGE) এন্ট্রান্স এগজাম হতে চলেছে ১৯ জুন। এই এন্ট্রান্স টেস্ট হবে কর্ণাটক প্রফেশনাল কলেজেজ ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট ও ইউনি-গজ মেম্বার ইউনিভার্সিটিগুলিতে বিই/বিটেক প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য। দেশের ১৫০টির অধিক শহরে ৪০০টিরও বেশি কেন্দ্রে অনলাইনে এই পরীক্ষা হবে। আশা করা হচ্ছে, এবছর ৮০,০০০-এর বেশি শিক্ষার্থী এই পরীক্ষায় বসবেন। অনলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়া চালু থাকছে ১৪ মার্চ থেকে ২ মে পর্যন্ত।

আবেদন নথিভুক্ত করা যাবে এখানে: www.comedk.org অথবা www.unigauge.com। কমেডকে – ইউনি-গজ বর্তমানে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাল্টি-ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং এগজাম। এই পরীক্ষার ফলাফল ১৯০টির বেশি ইনস্টিটিউশন ও ৫০টির বেশি ইউনিভার্সিটিতে গ্রহণযোগ্যতা সম্পন্ন। ১৫০টি শহরের ৪০০ পরীক্ষাকেন্দ্র বিশিষ্ট এই পরীক্ষা বিগত বছরগুলিতে শিক্ষামহলে প্রভূত সমাদর লাভ করেছে। আবেদন ও পরীক্ষা গ্রহণ হয় অনলাইনে। বিস্তারিত জানার জন্য শিক্ষার্থীরা ভিজিট করতে পারেন - www.comedk.org অথবা www.unigauge.com।

ট্রুকের এস ২ বাড লঞ্চ

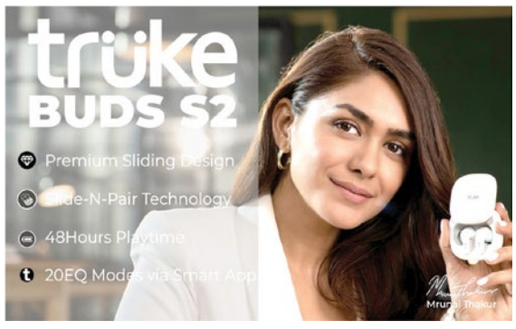

কলকাতা: ট্রুক তার বহু প্রতীক্ষিত এস ২ টিডব্লিউএস বাড লঞ্চ করেছে। যার বিশেষ লঞ্চ মূল্যে হল ১,৪৯৯ টাকা। যা ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত বৈধ। ট্রুকের এই এস ২ টিডব্লিউএস ইয়ারবাডটি টিডব্লিউএস বাড এস ১-এর উত্তরসূরি। অ্যামাজন এবং ফ্লিপকার্টে কালো, নীল এবং সাদা এই তিনটি রঙের ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাবে। মৃণাল ঠাকুরকে ট্রুক তার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

একটি উচ্চ-মানের কলিং অভিজ্ঞতার জন্য ট্রুকের বাড গুলি কোয়াড-মাইক এনভায়রনমেন্টাল নয়েজ ক্যান্সেলেশন (ইএনসি) দিয়ে সজ্জিত। ইয়ারবাডগুলি ৫৫এমএস পর্যন্ত বেস্ট-ইন-ক্লাস আল্ট্রা-লো লেটেন্সি সহ একটি নিখুঁত গেমিং অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ট্রুক ইন্ডিয়ার সিইও পঙ্কজ উপাধ্যায় বলেন, ট্রুক বাডস এস ২ বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমাদের এই বিডকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ক্যাস্ট্রল সুপার মেকানিক কনটেস্ট ২০২১-২২

শিলিগুড়ি: চতুর্থ ক্যাস্ট্রল সুপার মেকানিক কনটেস্টের বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করল ক্যাস্ট্রল ইন্ডিয়া লিমিটেড। দিল্লি এনসিআর-এ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের সংবর্ধনা জানান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী (স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রিনারশিপ) ধর্মেন্দ্র প্রধান, ক্যাস্ট্রল ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সন্দীপ সাঙোয়ান ও টিভি৯ নেটওয়ার্কের সিইও বরুণ দাস।

চতুর্থ ক্যাস্ট্রল সুপার মেকানিক কনটেস্টে অংশ নিয়েছিলেন ১৪০,০০০ জনের বেশি মেকানিক। শীর্ষে থাকা ৫০ জন প্রতিযোগী ৫ থেকে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত তিনদিনের অন-গ্রাউন্ড গ্র্যান্ড ফিনালেতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। টিভি৯ নেটওয়ার্কের সঙ্গে পার্টনারশিপের শর্তানুসারে ক্যাস্ট্রল সুপার মেকানিক কনটেস্ট প্রচারিত হবে টিভি৯ নেটওয়ার্কে। হোস্ট হিসেবে থাকবেন জনপ্রিয় টিভি অভিনেতা রবি দুবে।

ক্যাস্ট্রল সুপার মেকানিক কনটেস্টে কার ও বাইক ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন যথাক্রমে কক্কা প্রসাদ ও কিশোর কালাপ্পা গাতাড়ে। তারা প্রত্যেকে পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন একটি বাইক, ৪ জনের পরিবারের জন্য ২ বছরের ইন্স্যুরেন্স কভার ও ১০০,০০০ টাকার চেক অথবা গ্যারেজ মেকওভার। উভয় ক্যাটাগরিতে রানার্স-আপ মারু ময়ুর ভাই ও প্রবেশ কুমার রাওয়াত প্রত্যেকে জিতে নিয়েছেন একটি বাইক এবং ৪ জনের পরিবারের জন্য একবছরের ইন্স্যুরেন্স কভার।

টয়োটা কির্লোস্কর মোটরের 'হাম হ্যায় হাইব্রিড' ক্যাম্পেন

শিলিগুড়ি: টয়োটা কির্লোস্কর মোটর (টিকেএম) লঞ্চ করল তাদের নতুন ক্যাম্পেন - 'হাম হ্যায় হাইব্রিড'। এটি প্রচারিত হবে একটি বিশেষ ওয়েব ভিডিয়ো সিরিজের মাধ্যমে। এই ক্যাম্পেনের দ্বারা গ্রাহকদের মধ্যে 'সেলফ-চার্জিং হাইব্রিড ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল' বিষয়ে সচেতনতা গড়া ও তার সুবিধাবলী প্রচার করা হবে। টিকেএম-এর 'গ্রিন মোবিলিটি' সংক্রান্ত এই ডিজিটাল ক্যাম্পেনের মূল উদ্দেশ্য হল 'সেলফ-চার্জিং হাইব্রিড ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল' যেন দ্রুততার সঙ্গে দেশে 'মাস ইলেক্ট্রিফিকেশন' কর্মসূচি কার্যকর করতে সক্ষম হয়।

'হাম হ্যায় হাইব্রিড' ক্যাম্পেনে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য যেসব বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল – 'পাওয়ারফুল পারফর্ম্যান্স', 'হায়ার ফুয়েল-এফিসিয়েন্সি', 'নো রেঞ্জ অ্যাংজাইটি', 'লো-কস্ট মেইনটেন্যান্স', 'লং-লাস্টিং ব্যাটারি', 'লো CO_2 এমিশন', 'সায়লেন্ট টু ড্রাইভ' ও 'ইজি টু ড্রাইভ'।

ওয়েব ভিডিয়ো সিরিজটি মোবাইল ফোন বা কম্পিউটারে দেখা যাবে টয়োটা ভারত ওয়েবসাইট অথবা সোস্যাল মিডিয়া পেজের মাধ্যমে। গ্রাহকরা তাদের নিকটবর্তী টয়োটা ডিলারশিপে গিয়ে সেলফ-চার্জিং হাইব্রিড ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল টেকনোলজি বিষয়ে অবহিত হতে পারেন।

সোহা আলি খানের মর্নিং রিচ্যুয়ালস

কলকাতা: প্রতিটি বেড়ে ওঠার দিনের সাথে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার হল আমাদের প্রিয়জন এবং নিজেদের যত্ন নেওয়া। প্রতিদিন এক মুঠো আমণ্ড দিয়ে সকাল শুরু করা উচিত যা শক্তি সরবরাহ করতে সাহায্য করে। এতে তৃপ্তিদায়ক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ওয়ার্কআউটের সময় সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে।

আমণ্ড ভিটামিন ই, ম্যাগনেসিয়াম, প্রোটিন, রাইবোফ্লাভিন, জিঙ্ক ইত্যাদির মতো ১৫টি পুষ্টির উৎস হিসাবে পরিচিত। আমণ্ড প্রোটিনের একটি সমৃদ্ধ উৎস, এমন একটি পুষ্টি যা শুধুমাত্র শক্তি-উৎপাদনকারী নয় বরং বৃদ্ধিতে অবদান রাখতেও পরিচিত। এটি স্ট্রেস দূর করার একটি ভাল উৎস এবং এটি একটি স্বস্তিদায়ক কিন্তু উচ্ছ্বসিত মেজাজের সাথে সারাদিনের জন্য কাজ করে।

সোহা আলি খান বলেছেন, "আপনি উষ্ণ জলে এক চিমটি হলুদ যোগ করতে পারেন বা মেথির জল খেতে পারেন যাতে এটি পুষ্টিকর স্বাদের সাথে মিশ্রিত হয়। কেউ এতে কিছু লেবু যোগ করে ভিটামিন সি বৃদ্ধি করতে পারে, যা ওজন কমাতে সাহায্য করে। এই সাধারণ সকালের রুটিনগুলি অনুসরণ করা আপনার অনাক্রম্যতা শক্তিশালী করবে এবং একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রায় সহায়তা করবে।"

কোচবিহারের ফ্যাশন জগতে এক নতুন পথ চলা শুরু হল টার্টেলের

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: ফ্যাশনের প্রতি সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মানুষের অমোঘ আকর্ষণ। আর আজ সারা বিশ্বজুড়ে ব্র্যান্ডেড পোশাকের রমরমা। শুধু মাত্র মেট্রো শহরই নয় বিভিন্ন স্তরের শহর এমনকি ঘোর গ্রামেও ফ্যাশনের জনপ্রিয়তা তুংগে। কোচবিহারে ফ্যাশন জগতের মুকুটে এক নতুন পালক যোগ হলো টার্টেলের সৌজন্যে। শুভ উদ্বোধন হলো তাদের ফ্যাশন ব্র্যান্ডের দোকানের কর্ণধার ভাস্কর ঘোষ জানান আপাতত পুরুষদের পোশাক দিয়ে শুরু হলেও আগামীতে মহিলাদের ব্যান্ড লেটেস্ট ফ্যাশনের পোশাক মিলবে সব মিলিয়ে বাংলা নতুন বছরের আগে কোচবিহারের ফ্যাশন জগতে এক নতুন পথ চলা শুরু হল টার্টেলের তরফ থেকে।

তরুণ শিল্পীদের তুলিতে কেএফসি'র #বাকেটক্যানভাস

শিলিগুড়ি: কেএফসি ইন্ডিয়া তাদের ৬০০ রেস্টুর্যারন্টের মাইলস্টোন স্পর্শ করে শুরু করেছে #কেএফসিবাকেটক্যানভাস ক্যাম্পেন (#KFCBucket-Canvas campaign)। এই ক্যাম্পেন দেশের তরুণ শিল্পীদের একত্রিত করেছে, যারা একসঙ্গে আইকনিক কেএফসি বাকেটকে #কেএফসিবাকেটক্যানভাস-এ রূপান্তরিত করেছেন। #কেএফসিবাকেটক্যানভাস-এ কেএফসি'র উপস্থিত থাকা প্রতিটি শহরের জন্য বিশেষ ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট শহরের আর্ট, আর্কিটেকচার ও কালচারাল এলিমেন্টগুলি থেকে প্রেরণা নিয়ে ১৫টি লিমিটেড এডিশন ডিজাইন তৈরি হয়েছে, যেগুলি বিভিন্ন রেস্টুর্যাঁন্টে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে। রেস্টুর্যাঁন্টে গেলেই কেএফসি ভক্তরা সেগুলি দেখতে পারবেন। শিল্পীরা বিভিন্ন শহরে ঘুরে সেসব স্থানের ল্যান্ডমার্ক, অলিগলি, খাবার, মানুষজন, ভাষা ও সংস্কৃতি লক্ষ্য করেছেন এবং সেই শহরের নাড়ি পরখ করেছেন।

তারপর সেগুলি তারা তুলির টানে ফুটিয়ে তুলেছেন কেএফসি বাকেটে।

কেএফসি ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার মোকেশ চোপরা জানান, এ এক আশ্চর্য ভ্রমণ। ১৫০টিরও বেশি শহরে কেএফসি উপস্থিত রয়েছে ৬০০টি রেস্টুর্যানন্ট নিয়ে। এবার কেএফসি বাকেটে সেইসব শহরের অভিনব ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তরুণ শিল্পীরা।

■ ৪ মে শুরু অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট

শিলিগুড়িতে ৪ মে শুরু হচ্ছে সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের একদিনের ক্রিকেট। মহকমা পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা এবিষয়ে জানান, পরিষদের সচিব ও অন্যদের সাথে আলোচনা করে শিলিগুড়ি দল গঠনের জন্য শীঘ্রই ট্রায়াল ডাকা হবে।

■ সংবর্ধনা দেওয়া হল বিজয়ীদের

কলকাতার জাতীয় যোগাসন প্রতিযোগিতায় পদক জিতেছে শিলিগুড়ির অঞ্জলি সিং, অঙ্কিতা চৌধুরী, জলপাইগুড়ি জেলার প্রিয়া ঘোষ, ও কোচবিহার জেলার দুলাল বর্মন। ১২ এপ্রিল চম্পাসারির জাতীয় শক্তি সঙ্ঘ ও পাঠাগারের তরফে তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিন পুষ্পস্তবক এবং মিষ্টির প্যাকেটের সাথে তাদের সংবর্ধনা দেন জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগারের সচিব নিতাই কর্মকার এবং শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ক্রীড়া বিভাগের মেয়র-ইন- কাউন্সিল দিলীপ বর্মন।

■ ভূপ বাহাদুর ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন সাহেবগঞ্জ

কোচবিহার জেলা পুলিশের ১৩৪ দলীয় মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত। ৮ এপ্রিল পুলিশ লাইনের মাঠে ফাইনালে ৫-৪ গোলে দিনহাটা ভিলেজ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতকে হারায় সাহেবগঞ্জ। নির্ধারিত সময়ে গোল হয়নি। ফাইনাল ম্যাচের সেরা সাহেবগঞ্জের কৌশিক বর্মন এবং প্রতিযোগিতার সেরা নির্বাচিত করা হয় ভিলেজ-২-এর প্রিয়ব্রত বর্মনকে। বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেন মনোজ তিওয়ারি, ডিপি সিং, বিধায়ক উদয়ন গুহ, এনবিএসটিসি-র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় প্রমুখ।

■ বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান পেয়েছে রাজ

মিস্টার ইউনিভার্স মেন্স বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতায় ৬০ কেজি বিভাগে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছেন মালবাজারের রাজ বাড়ুই। রাজ মাল শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ কলোনির বাসিন্দা। ১৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় পুনেতে ওই বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। রাজ জানান, 'অনেকটা পথ পেরিয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি। দারুণ অভিজ্ঞতা হল। মালবাজারের মতো ছোট শহর থেকে লড়াই করে এই সাফল্য অর্জন খুব একটা সহজ ছিল না।

কোচবিহার ট্রফি কোচবিহারে চাইলেন মনোজ

কোচবিহার: 'কোচবিহার ট্রফি'-র ম্যাচ যাতে কোচবিহার স্টেডিয়ামেও করা যায় সেজন্য উদ্যোগ নিচ্ছেন রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি ও সিএবি-র সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া। বিসিসিআই পরিচালিত কোচবিহার ট্রফিতে কোচবিহারের নাম থাকলেও দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই টুর্নামেন্টের ম্যাচ দেওয়া হয় তবে বাদ থাকে শুধু কোচবিহার। এর আগেও জেলা ক্রীড়া সংস্থা এই টুর্নামেন্টকে কোচবিহারে আনার বিষয়ে উদ্যোগ নিলেও সফল হতে পারেনি।

৮ এপ্রিল একটি ফুটবল প্রতিযোগিতায় কোচবিহারে এসেছিলেন মনোজ। তারপরই কোচবিহার ট্রফি নিয়ে তিনি বলেন, 'কোচবিহার ট্রফি নিয়ে এখানে আবেগ রয়েছে। সিএবি, বিসিসিআইয়ের পাশাপাশি আমার সিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলব। এখানেই যদি কোচবিহার ট্রফির ম্যাচ করা যায় তাহলে খুব ভালো হবে। সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়াও একই ভাবে বলেন, 'কোচবিহার স্টেডিয়ামে যদি ম্যাচ হয় তার থেকে ভালো আর কী হতে পারে! সেজন্য আমরা এখানে অন্তত কিছু ম্যাচ করানোর জন্য উদ্যোগ নিচ্ছি।'

দাবি মেনে নাম থেকে 'এটিকে' সরিয়ে নিতে চলছে মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ

কলকাতা: শেষে সমর্থকদের দাবি মেনে মোহনবাগানের নামের আগে থেকে 'এটিকে' সরিয়ে নিতে চলছে মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ। অনেক দিন ধরেই মোহনবাগান সদস্য-সমর্থকদের একটি অংশ এই দাবি জানিয়ে আসছে। ২০২০ সালে মোহনবাগান ও এটিকের সংযুক্তিকরণের পর ক্লাবের নতুন নাম রাখা হয়েছিল এটিকে-মোহনবাগান। এর পর থেকেই মোহনবাগানের সমর্থকদের রোষে পরতে হয় ক্লাবটিকে। এফসি কাপে ব্লু-স্টারের বিরুদ্ধে এটিকে মোহনবাগানের ম্যাচে যুবভারতীতে এই নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সবুজ-মেরুন সমর্থকরা।

১৮৮৯ সালে স্থাপিত মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাব, বাঙ্গালিদের মন-প্রান জুড়ে রয়েছে এই ক্লাব। এটি এশিয়ার প্রাচীনতম ফুটবল ক্লাবগুলির একটি। মোহনবাগান ১৯১১ সালে আইএফএ শিল্ডে ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে ২-১ গোলে পরাজিত করে প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে উঠে এসেছিল যারা একটি ইউরোপীয় দলকে পরাজিত করেছিল।

মোহনবাগানের সদ্য নির্বাচিত সচিব দেবাশিস দত্ত মোহনবাগানের নামের পরিবর্তনের বিষয়ে সংবাদ মহলে জানান, ''এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। মোহনবাগানের নামের শুরু থেকে এটিকে সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগের কমিটি এটাকে সমস্যা বলে মনে করেনি। কিন্তু নতুন কমিটি আসার পর তারা এটাকে সমস্যা বলে মনে করেছে। ফলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।'' তবে এই এই প্রক্রিয়া কবে শেষ হবে, বা মোহনবাগানের আগে নতুন কী নাম বসবে, সেটা এখনই স্পষ্ট নয়। তিনি এবিষয়ে এখনো চূড়ান্ত কিছু জানান নি।

শিলিগুড়িতে ফুটবল অ্যাকাডেমি খুলছেন বাইচুং

শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গের ফুটবল খেলোয়াড়দের এবার সরাসরি ইউনাইটেড সিকিম ফুটবল ক্লাবে খেলার সুযোগ এনে দিলেন বাইচুং ভুটিয়া। ভালো খেললে একদিকে যেমন সিকিম ফুটবল ক্লাবে পেশাদার ফুটবল খেলার সুযোগ মিলবে, পাশাপাশি ওই ক্লাবের হয়ে মিলবে আই লীগ খেলার সুযোগও। আর পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্সের ফুটবল খেলোয়াড়দের সেই সুযোগ দিতে শিলিগুড়িতে ইউনাইটেড সিকিম ফুটবল ক্লাবের প্রশিক্ষণ শিবির খুলতে চলেছেন ওই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা তথা ভারতের জাতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তণ অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া।

১৮ এপ্রিল শিলিগুড়িতে এক সাংবাদিক বৈঠকে নিজের নতুন ফুটবল ক্লাবের বিষয়ে খোলসা করেন বাইচুং ভুটিয়া। আগামী ১লা মে থেকে ওই শিলিগুড়ির শালুগাড়ায় নেত্র বিন্দু ক্লাবের মাঠে ফুটবল অ্যাকাডেমি চালু হচ্ছে। এই ফুট বল কোচিং সেন্টারে বিদেশি কোচ রিচার্ড ক্যাম্বেলিং। বাইচুং জানান, তিনি স্থানীয় কোচদের ও সেখানে নিযুক্ত করবেন। শালুগাড়ার পাশাপাশি শিলিগুড়ি সংলগ্ন শিবমন্দিরেও আরেকটি একাডেমি খোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। ভবিষ্যতে আবাসিক ফুটবল অ্যাকাডেমি তৈরি করার লক্ষ্য রয়েছে তাঁর।

গোল্ড এবং সিলভার মেডেল অর্জন করলো কোচবিহারের ৩ কৃতি

কোচবিহার: ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মদিন উপলক্ষে বালাজি বক্সিং অ্যাক্যাডেমি দ্বারা আয়োজিত একদিনের বক্সিং প্রতিযোগিতায় গোল্ড মেডেল এবং সিলভার মেডেল নিয়ে আসলো কোচবিহারের ৩ কৃতি। গত ১৪ই এপ্রিল একদিনের এই নকআউট টুর্নামেন্টে গোটা রাজ্যের মোট ১৩০ জন এই বক্সিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। তারমধ্যে কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট আমাতুর বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের তিনজন ছাত্র অংশগ্রহণ করেছিল। এই প্রতিযোগিতায় গোল্ড মেডেল পেয়েছে বনিতা বর্মন।সিলভার মেডেল পেয়েছে স্বপ্না দাস এবং শুভম বর্মন।

১৮ এপ্রিল ওই তিন কৃতি কে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন বেঙ্গল বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের নর্থ বেঙ্গলের কো-অর্ডিনেটর গৌতম তামাং। তিনি বলেন কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট আমাতুর বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের ৩ জন ছাত্র এই একদিনের নকআউট টুর্নামেন্ট অংশগ্রহণ করেছিল। তিনজনেই ভালো ফল করেছে। কোচবিহারের বুকের আরও ভালো পরিকাঠামো তৈরি করলে আগামী দিনে আরও ভালো ফল করবে ছাত্র-ছাত্রীরা।

পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় সোনা জিতলো জলপাইগুড়ির সুভার্থী

জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ি শহর থেকে দেশ এবং আন্তর্জাতিক মহলে সারা ফেলেছেন এমন তালিকা অনেক টাই দীর্ঘ, এবার জাতীয় পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় ৬৯কেজি বিভাগে অংশ নিয়ে স্বর্ণ পদক জয় করে জলপাইগুড়ি শহরের কৃতিদের তালিকাকে আরও দীর্ঘ করে তুললো সুভার্থী মাহাতো। নিজের এই সাফল্যের ব্যাপারে বলতে গিয়ে এই জাতীয় ক্রীড়াবিদ বলেন, এই বিভাগে স্বর্ণপদক পাওয়ার জন্য আগামীতে এশিয়ান পাওয়ার লিফটিং কম্পিটিশনে সুযোগ পাবার পথ অনেক টাই প্রসস্থ হলো, আমি চাই আগামীতে দেশের হয়ে আরও সম্মান এবং পদক জিতে আনতে।ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি শহরের এই কৃতি ক্রীড়াবিদকে তার সাফল্যের জন্য সংবর্ধনা দেবার প্রস্তুতি ও শুরু হয়েছে।

অপরদিকে সুভার্থীর এই সাফল্যের পেছনে যার অসীম আশীর্বাদ তিনি মেয়ের এই প্রাপ্তিতে যেমন খুশি পাশাপাশি মেয়ে আরও বড় ক্রীড়াবিদ হয়ে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করবে ,এমন প্রার্থনাই করছেন ঈশ্বরের কাছে।

প্রস্তুতি শুরু অঙ্কিতা-সৌম্যদীপ দের

শিলিগুড়ি: সিনিয়ার ন্যাশনাল টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিল উত্তরবঙ্গের খেলোয়াড়রা। ১৮ থেকে ২৫ এপ্রিল শিলংয়ে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার বেঙ্গল স্টেট টেবিল অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব মাত্ত ঘোষ ঘোষিত দলে রয়েছেন সৌম্যদীপ দত্ত (অধিনায়ক), মৈনাক দাস, সিদ্ধান্ত শূররায়, অরিজিৎ দে ও সায়ন সরকার (ছেলেদের দল)।

অঙ্কিতা দাসের নেতৃত্বাধীন দলে রয়েছেন শতপর্ণী দে, পূজা পাল, নিকিতা সরকার ও সৃষ্টি গোস্বামী। ছেলেদের কোচ শৌভিক দে। মেয়েদের দায়িত্বে সুব্রত রায়। ওয়াইএমএ ক্লাবে বেঙ্গল 'বি' দলের শিবির শুরু হয়েছে ৭ এপ্রিল, এটি চলবে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96